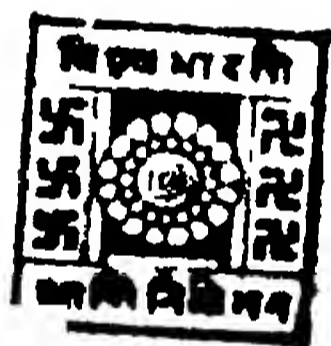


কম্পনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট । কলিকাতা

প্রকাশ : ২৩ বৈশাখ ১৩০৭
পুনর্মুদ্রণ : চৈত্র ১৩৩৪
নূতন সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৪৯
পুনর্মুদ্রণ : চৈত্র ১৩৫২, ভাদ্র ১৩৫৫, শ্রাবণ ১৩৫৬
শ্রাবণ ১৩৫৯

১৩৫২ / ১৩৫৬
১৩৫৭ / ১৩৫৯

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী। ৬৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা
মুদ্রাকর শ্রীসুধনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস। ৩০ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট। কলিকাতা

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

স্বস্ত্যংক প্রকাশনে

বৈশাখ

১৩০৭

সূচীপত্র

✓ দুঃসময়	...	৯
✓ বসায়কাল	...	১২
চৌরপঞ্চাশিকা	..	১৫
✓ বপ্ন	...	১৮
✓ মদনভাস্কর পূর্বে	...	২১
✓ মদনভাস্কর পর	.	২৪
মাঠনা	.	২৬
চৈত্ররজনী	...	২৮
স্পর্ধা		২৯
পিয়ামি	...	৩১
পমাবিনি	...	৩৪
ভ্রষ্ট লব্ধ	.	৩৭
প্রণয় প্রস্ন	..	৩৯
আশা	.	৪১
বকলক্ষী	...	৪২
শরৎ	...	৪৪
মাতার আশ্রয়	...	৪৭
ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ		৪৯
হতভাগোর গান	...	৫০
জুতা-আবিষ্কার		৫৩
সে আমার জননী বে	...	৫৮
অগদীশচন্দ্র বসু	..	৫৯
ভিক্ষারি	...	৬০
যাচনা	...	৬২
বিদায়	...	৬৪
লীলা	..	৬৬
নববিবাহ	...	৬৭

লজ্জিতা	...	৬৮
কাল্পনিক	...	৬৯
মানসপ্রতিমা	...	৭০
সংকোচ	...	৭২
প্রার্থা	...	৭৩
সকরুণা	...	৭৪
বিবাহমঙ্গল	...	৭৫
ভারতসম্মী	...	৭৬
প্রকাশ	..	৭৭
উন্নতিলক্ষণ	...	৮১
অশেষ	.	৯০
বিদায়	...	৯৫
বর্ষশেষ	...	৯৮
ঝড়ের দিনে	...	১০৫
✓ অসময়		১০৮
বসন্ত	...	১১১
ভগ্ন মন্দির	..	১১৪
✓ বৈশাখ	...	১১৬
রাত্রি	..	১১৯
অনবচ্ছিন্ন আমি	...	১২১
জন্মদিনের গান	..	১২২
পূর্ণকাম	...	১২৩
পরিণাম	...	১২৪

କମ୍ପାନୀ

দুঃসময়

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে,
সব সংগীত গেছে ইজিতে থামিয়া,
যদিও সন্ধ্যা নাহি অনন্ত অন্ধরে,
যদিও ক্রান্তি আসিছে অন্ধ নামিয়া,
মহা-আলকা জলিছে মৌন মন্থরে,
দিক-দিগন্ত অবশুষ্ঠনে ঢাকা—
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ যোৱ,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা ।

এ নহে দুগ্ন বনমন্ডলপুঞ্জিত,
এ যে অজাগর-গরজে সাগর ফুলিছে ;
এ নহে কুঞ্জ কুন্দকুমরপুঞ্জিত,
ফেনহিলোল কলকলোলে ছুলিছে ;
কোথা রে সে তীর ফলপল্লবপুঞ্জিত,
কোথা রে সে নীড়, কোথা আশ্রয়নাথ—
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ যোৱ,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা ।

এখনো সমুখে রয়েছে স্ফিটর শব্দরী,
ঘুমায় অরুণ সূদূর অন্ত-অচলে ;
বিশ্বজগৎ নিশ্বাসবায়ু সম্বর
স্তব্ধ আসনে প্রহর গণিছে বিরলে ;
সবে দেখা দিল অকূল তিমির সম্বর
দূর দিগন্তে ক্ষীণ শব্দাক বাঁকা—
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা ।

উর্ধ্ব আকাশে তারাগুলি মেলি অঙ্গুলি
ইঙ্গিত করি তোমা-পানে আছে চাহিয়া ;
নিম্নে গভীর অদীর মরণ উচ্ছলি
শত তরঙ্গে তোমা-পানে উঠে ধাইয়া ;
বহুদূর তীরে কারা ডাকে বাঁধি অঞ্জলি
'এসো এসো' সুরে করুণ-মিনতি-মাথা—
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা ।

ওরে ভয় নাই, নাই স্নেহমোহবন্ধন ;
ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা ।
ওরে ভাষা নাই, নাই বৃথা ব'সে ক্রন্দন ;
ওরে গৃহ নাই, নাই যুলশেজ-রচনা ।

আছে শুধু পাখা, আছে মহা নড-অনন
উষা-মিশাহারা নিবিড়-তিমির-আঁকা—
এবে বিহত, এবে বিহত মোর,
এখনি, অক্ষ, বক্ষ কোরো না পাখা ।

১৪ বৈশাখ ১৩০৪

জোড়াসাঁকো । কলিকাতা ।

বর্ষামঙ্গল

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিক্ত ক্রিতিমৌরভ-রভসে
ঘনগৌরবে নবঘোবনা বরষা
শ্রামগন্তীর-সরসা ।

গুরুগর্জনে নীল অরণ্য শিহরে,
উতলা কলাপী কেকাকলরবে বিহরে ।
নিখিলচিত্তহরষা
ঘনগৌরবে আসিছে মত্ত বরষা ।

কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিকললনা,
জনপদবধু তডিং-চকিত-নয়না,
মালতীমালিনী কোথা প্রিয়পরিচারিকা,
কোথা তোরা অভিসারিকা !
ঘনবনতলে এসো ঘননীলবসনা,
ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্গরসনা,
আনো বীণা মনোহারিকা ।
কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা !

আনো মৃদঙ্গ মুরঙ্গ মুরলী মধুরা,
বাজাও শব্দ, ছলুরব করো বধুরা—

এসেছে বরষা, ওগো নব-অমৃতগিনি,
 ওগো শ্রিয়মুখভাগিনী !
 কুঙ্কটবৈ অধি ভাবাকুললোচনা,
 ভূঁইপাতায় নব গীত করো রচনা
 মেঘমল্লার-রাগিনী ।

এসেছে বরষা, ওগো নব অমৃতগিনি !

কেতকীকেশরে কেশপাশ করো সুরভি,
 ক্ষীণ কটিভটে গাঁথি লয়ে পবো করবী,
 কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে,
 অঙ্গন আঁকো নয়নে ।

তালে তালে দুটি করণ কনকনিষা
 ভবনশিখীরে নাচাও গণিষা গণিষা
 শ্রিত-বিকশিত-বয়নে—
 কদম্বরেণু বিছাইয়া ফুলশয়নে ।

শ্রিধুমকুল মেঘকঙ্কল দিবস
 বিবশ প্রহর অচল অলস আবেশে ;
 শলীহারাটীনা অঙ্কতামমী ঘামিনী—
 কোথা তোরা পুরকামিনী !
 আজিকে দুয়ার কঙ্ক ভবনে ভবনে,
 জনহীন পথ কানিড়ে কঙ্ক পবনে,
 চমকে দীপ্ত দামিনী ।
 শূন্য পয়নে কোথা ভাগে পুরকামিনী !

যুগীপরিমল আসিছে সজল সমীরে,
ডাকিছে দাহুরি তমালকুঞ্জতিমিরে—
জাগো সহচরী, আজিকার নিশি ভুলো না,
নীপশাখে বাঁধো ঝুলনা ।
কুসুমপরাগ ঝরিবে ঝলকে ঝলকে,
অধরে অধরে মিলন অলকে অলকে,
কোথা পূলকের তুলনা !
নীপশাখে সখী, ফুলডোরে বাঁধো ঝুলনা ।

এসেছে বরষা, এসেছে নবীনা বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবনভরসা—
ছলিছে পবনে সনমন বনবীথিকা,
গীতময় তরুলতিকা ।
শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মন্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা ।
শত শত গীত-মুখরিত বনবীথিকা ।

১৭ বৈশাখ ১৩০৪

ছোড়াসাঁকো । কলিকাতা

চৌরপঞ্চাশিকা

ওগো সুন্দর চোর,
বিজ্ঞা তোমার কেন্ সজ্জার
কনকচাপার ভোর !
কত বসন্ত চলি গেছে দায়,
কত কবি আশ্রি কত গান গায়,
কোথা রাজবালা চির-যায়

ওগো সুন্দর চোর—
কোনো গানে আর ভাঙে না যে তার
অনন্ত ধুমধোর !

ওগো সুন্দর চোর,
কত কাল হল কবে সে প্রভাতে
তব প্রেমনিধি ভোর !
কবে নিবে গেছে নাহি তাহা লিখা
তোমার নামের নীপানলিখা,
খসিয়া পড়েছে মোহাগলিতিকা,

ওগো সুন্দর চোর—
নিখিল হয়েছ নবীন প্রেমের
বাচপাণ সুকঠোর ।

তবু সুন্দর চোর,
মৃত্যু হারিয়ে কৈদে কৈদে ঘুরে
পঞ্চাশ শ্লোক ভোর ।
পঞ্চাশ বার ফিরিয়া ফিরিয়া
বিজ্ঞান নাম ঘিরিয়া ঘিরিয়া
তীব্র ব্যথায় মর্ম চিরিয়া
ওগো সুন্দর চোর,
যুগে যুগে তারা কাঁদিয়া মরিছে
মৃত আবেগে ভোর ।

ওগো সুন্দর চোর,
অবোধ তাহারা, বদীর তাহারা,
অন্ধ তাহারা ঘোর ।
দেখে না শোনে না কে আসে কে যায়,
জানে না কিছুই কারে তারা চায়,
শুধু এক নাম এক সুরে গায়
ওগো সুন্দর চোর—
না জেনে না বুঝে ব্যর্থ ব্যথায়
ফেলিছে নয়নলোর ।

ওগো সুন্দর চোর,
এক সুরে বাঁধা পঞ্চাশ গাথা
ভনে মনে হয় মোর—

বাক্যভবনের গোপনে পালিত
 বাক্যবালিকার মোহাগে লালিত
 তব বুকে বসি শিখেছিল গীত
 ওগো সুন্দর চোর,
 পোষা শুক শাবী মধুরকণ্ঠ
 যেন পঞ্চাশ কোড় ।

ওগো সুন্দর চোর,
 তোমারি প্রতি সোনার চন্দ-
 পিঙ্করে তারা ভোর ।
 দেখিতে পায় না কিছু চারি ধারে,
 শুণু চিরনিশি গাহে বারে বারে
 তোমাদের চিরশয়নদ্বারে
 ওগো সুন্দর চোর—
 আজি তোমাদের দুজনের চোখে
 অনন্ত খুন্সোর ।

২৩ বৈশাখ ১৩৫৬

পরিবহন : ৬ কোঠা কলিকাতা

স্বপ্ন

দূরে বহুদূরে

স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে

খুঁজিতে গেছি কবে শিপ্রানদীপারে

মোর পূর্বজনমের প্রথমা প্রিয়ারে ।

মুখে তার লোভরেণু, লীলাপদ্য হাতে,

কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে,

তমু দেহে রক্তাশ্বর নীলীবন্ধে বাধা,

চরণে নৃপুৰখানি বাজে আধা আধা ।

বসন্তের দিনে

কিবেছি কবে বহুদূরে পথ চিনে চিনে ।

মহাকাল-মন্দিরের মাঝে

তখন গম্ভীর মন্ড্রে সঙ্ক্যারতি বাজে ।

জনশূন্য পণ্যবীথি— উল্লসে যায় দেখা

অঙ্ককার হর্ম্য-পরে সঙ্ক্যারশ্মিরেখা ।

প্রিয়ার ভবন

বহির্মুখ সংকীর্ণ পথে দুর্গম নিজন ।

দ্বারে আঁকা শঙ্খচক্র, তারি দুই ধারে

দুটি শিশু নীপতরু পুষ্পস্নেহে বাড়ে ।

তোরণের বেতহস্ত-পরে
সিংহের গম্ভীর মূর্তি বসি দম্ভভাবে ।

প্রিয়ার কপোতগুলি ফিরে এল ঘরে,
মগ্ন নিশায় মগ্ন স্বপ্ন-পরে ।

হেনকালে হাতে দীপলিখা
দীরে দীরে নামি এল মোর মালবিকা ।
দেখা নিল দ্বারপ্রান্তে সোপানের 'পরে
সজ্জার লক্ষীর মতো, সজ্জাতারা করে ।
অক্ষের কুমুদগন্ধ কেন্দ্রপদবাস
ফেলিল সর্বদা মোর উত্তলা নিবাস ।
প্রকাশিল অদ্ব্যুত বসন-অঙ্গরে
চন্দনের পদলেখা বাম পয়োদরে ।

নাড়াইল প্রতিমার প্রায়
নগরপ্রহরিকাশ্রু নিস্তরু সজ্জায় ।

মোরে হেরি প্রিয়া
দীরে দীরে দীপখানি ধারে নামাষ্টয়া
আইল সমুপে— মোর হস্তে হস্ত রাখি
নীরবে শুধালো শুধু, মকরুণ ঝাঁপি,
'হে বন্ধু, আচ্ছ তো ভালো ?' মুখে তার চাঁচি
কথা বলিবারে গেছ — কথা আর নাচি ।
সে ভাসা ভুলিয়া গেছি — নাম দোষ্টাকার
ভঞ্জে ভাবিছ কত— মনে নাচি আর ।

হুজনে ভাবিহু কত চাহি দৌহা-পানে,
অঝোরে ঝরিল অশ্রু নিস্পন্দ নয়ানে ।

হুজনে ভাবিহু কত দ্বারতরুতলে ।

নাহি জানি কখন কী ছলে
স্বকোমল হাতখানি লুকাইল আমি
আমার দক্ষিণকরে, কুলায়প্রত্যাশী
সন্ধ্যার পাখির মতো ; মুখখানি তার
নতবৃন্ত পদুমসম এ বক্ষে আমার
নমিয়া পড়িল ধীরে , ব্যাকুল উদাস
নিঃশব্দে মিলিল আমি নিশ্বাসে নিশ্বাস ।

রজনীর অন্ধকার

উজ্জয়িনী করি দিল লুপ্ত একাকার ।

দীপ দ্বারপাশে

কখন নিবিয়া গেল হুবন্ত বাতাসে ।

শিপ্রানদীতীরে

আরতি থামিয়া গেল শিবের মন্দিরে ।

৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩ ৭

বোম্বাইপুর

ସମନଭସ୍ମେର ପୂର୍ବେ

ଏକନା ତୁମି ଅନ୍ଧ ନରି କିରିତେ ନବ ହସନେ,
ସରି ସରି ଅନନ୍ଦନେତା ।

ହୁସରାଧେ ସକ୍ରକେତୁ ଉଡିତ ସମ୍ଭବନେ,
ପଦିକସମ୍ଭ ଚନ୍ଦନେ ଶ୍ରବଣତା ।

ତୁଡାତ ପଥେ ଆଠନ ହାତେ ଅନୋକ ଟାମା କବରୀ
ମିଳିଯା ଯତେ ତରୁଣ ତରୁଣୀ,

ନକୁଳବାନେ ପବନ ହତ ଶ୍ରବଣ ସନ୍ତୋଷ ସ୍ବରାଜି—
ପଦାନେ ହତ ଅକ୍ରମବରାଜି ।

ସନ୍ଧ୍ୟା ହଲେ ଦୁମାରୀନେଲେ ବିଚ୍ଛନ୍ନ ତବ ନେତ୍ରମେ
ଛା'ନାୟେ ନିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାପ ଯତନେ,

ଶୁଣ୍ଠ ହଲେ ତୋମାର ଡ଼ଗ ବାଢିସା ଶୂଳସୁକୁଳେ
ନାୟକ ତାରା ଗଢିତ ମୋମନେ ।

କିନ୍ତୋର କବି ସୁସ୍ଥଚରି ବାସିନୀ ତବ ମୋମନେ
ବାଢାୟେ ଦୀନା ଗଢିତ ବାଗିନୀ ।

ହରିଣ-ମାଧେ ହରିଣୀ ଆସି ଚାହିତ ନୀନୟାନେ,
ବାସେର ମାଧେ ଆସିତ ବାସିନୀ ।

ହାସିଯା ଯବେ ତୁଲିତେ ନୟ ଶ୍ରବଣଧୀର ମୋହନୀ
ଚନ୍ଦନେ ନରି କବିତ ସିନତି ।

পঞ্চশর গোপনে লয়ে কোতূহলে উলসি
পরখছেলে খেলিত যুবতী ।
শ্রামল তৃণশয়নতলে ছড়ায়ে মধুমাধুরী
ঘুমাতে তুমি গভীর আলসে,
ভাঙাতে ঘুম লাজুক বধু করিত কত চাতুরী —
নৃপুত্রটি বাজাত লালসে ।

কাননপথে কলস লয়ে চলিত যবে নাগরী
কুসুমশর মারিতে গোপনে,
যমুনাকূলে মনের ভুলে ভাসায়ে দিয়ে গাগনি
রহিত চাহি আকুলনয়নে ।
বাহিয়া তব কুসুমতরী সমুখে আসি হাসিতে—
শরমে বালা উঠিত জাগিয়া,
শাসনতরে বাক্যে ভুরু নামিয়া জলরাশিতে
মারিত জল হাসিয়া রাগিয়া ।

তেমনি আজো উদিছে বিধু, মাতিছে মধুসামিনী,
মাধবীলতা মুদিছে মুকুলে ।
বকুলতলে বাদিছে চুল একেলা বসি কামিনী
মলয়ানিলনিখিল হুকুলে ।
বিজন নদীপুলিনে আজো ডাকিছে চখা চথিরে,
মাঝেতে বহে বিরহবাহিনী ।
গোপন-ব্যথা-কাতরা বালা বিরলে ডাকি সখীরে
কাদিয়া কহে করুণ কাহিনী ।

এসো গো আছি অন্ধ ধরি সন্ধে করি সন্ধারে
বহুমালা জড়িয়ে অলকে,
এসো গোপনে মৃদু চরণে বাসরগৃহ-দ্বারে
স্থিমিতলিখা প্রদীপ-আলোকে ।
এসো চতুর মধুর হাসি তড়িৎসম মহলা
চকিত করো বধুরে হরমে—
নবীন করো মানব-ঘর, ধরণী করো বিবশা
দেবতাপদ-সরস-পরশে ।

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৩

মদনভাস্কর পর

পঞ্চশরে দক্ষ করে করেছ এ কী সন্ন্যাসী—

বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে ।

ব্যাকুলতার বেদনা তার বাতাসে উঠে নিখাসি,

অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে ।

ভরিয়া উঠে নিখিল ভব রতিবিলাপসংগীতে,

সকল দিক কাঁদিয়া উঠে আপনি ।

ফাগুন-মাসে নিমেষ-মাঝে না জানি কার ইন্দ্ৰিতে

শিহরি উঠি মূরছি পড়ে অবনী ।

আজিকে তাই বুঝিতে নারি কিসের বাজে যন্ত্রণা

হৃদয়বীণাযন্ত্রে মহাপুলকে,

তরুণী বসি ভাবিয়া মরে কী দেয় তারে যন্ত্রণা

মিলিয়া সবে ছালোকে আর ভুলোকে ।

কী কথা উঠে মর্গরিয়া বকুলতরুপল্লবে,

ভ্রমর উঠে গুঞ্জরিয়া কী ভাষা ।

উদয়মুখে সূর্যমুখী স্মরিছে কোন্ বসন্তে,

নিঝরিণী বহিছে কোন্ পিপাসা ।

বসন কার দেখিতে পাই জ্যোৎস্নালোকে লুপ্তিত,

নয়ন কার নীরব নীল গগনে ।

বদন কার দেখিতে পাই কিরণে অবশুষ্টিত,
চরণ কার কোমল তৃণশয়নে ।
পরশ কার পুষ্পবাসে পরান মন উল্লাসি
হৃদয়ে উঠে নতীর মতো ছড়ায়ে ।
পঞ্চশব্দে ভঙ্গ করে করেছ এ কী সম্যাসী—
বিশ্বময় দিযেছ তারে ছড়ায়ে ।

১২ ফেব্রু . ১৯৪৮

মার্জনা

ওগো প্রিয়তম, আমি তোমাতে যে ভালোবেসেছি
মোরে দয়া করে কোরো মার্জনা কোরো মার্জনা ।
ভীক পাখির মতন তব পিঞ্জরে এসেছি,
ওগো, তাই বলে দ্বার কোরো না বন্ধ কোরো না ।
মোর যাহা কিছু ছিল কিছুই পারি নি রাখিতে,
মোর উতলা হৃদয় তিলেক পারি নি ঢাকিতে,
সখা, তুমি রাখো ঢাকো, তুমি করো মোরে করুণা—
ওগো, আপনার গুণে অবলারে কোরো মার্জনা কোরো মার্জনা ।

ওগো প্রিয়তম, যদি নাহি পার ভালোবাসিতে
তব ভালোবাসা কোরো মার্জনা কোরো মার্জনা ।
তব দুটি আশিকোণ ভরি দুটি কণা হাসিতে
এই অসহায়া-পানে চেয়ো না বন্ধ, চেয়ো না ।
আমি সখরি বাস ফিরে যাব দ্রুতচরণে,
আমি চকিত শরমে লুকাব আঁধার মরণে,
আমি দু হাতে ঢাকিব নগ্নহৃদয়বেদনা—
ওগো প্রিয়তম, তুমি অভাগিরে কোরো মার্জনা কোরো মার্জনা ।

ওগো প্রিয়তম, যদি চাহ মোরে ভালোবাসিয়া
মোর সুখরাশি কোরো মার্জনা কোরো মার্জনা ।

যবে সোহাগের শ্রোতে যাব নিকপাষ ভাসিয়া
 তুমি দূর হতে বসি হেসো না গো সখা, হেসো না ।
যবে রানীর যতন বসিব রতন-আসনে,
যবে বাধিব তোমারে নিবিড়প্রণয়শাসনে,
যবে দেবীর যতন পুরাব তোমার বাসনা,
 ওগো, তখন হে নাথ, গরবিরে কোরো যাকনা কোরো যাকনা ।

৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৩

বোলপুর

চৈত্ররজনী

আজি উন্মাদ মধুনিশি, ওগো
চৈত্রনিশীথশশী ।

তুমি এ বিপুল ধরণীর পানে
কৌ দেখিছ একা বসি,
চৈত্রনিশীথশশী ।

কত নদীতীরে, কত মন্দিরে,
কত বাতায়নতলে—
কত কানাকানি, মন-জানাজানি,
সাধাসাধি কত ছলে ।

শাখাপ্রশাখার, দ্বাব-জানালার
আড়ালে আড়ালে পশি
কত স্তম্ভদুখ কত কোতুক
দেখিতেছ একা বসি,
চৈত্রনিশীথশশী ।

মোরে দেখো চাহি, কেহু কোথা নাহি—
শূন্য ভবনছাদে
নৈশ পবন কাঁদে ।
তোমারি মতন একাকী আপনি
চাহিয়া রয়েছি বসি,
চৈত্রনিশীথশশী ।

১৯ বৈশাখ ১৩ ৮

জোড়াসাঁকো । কলিকাতা

স্পর্ধা

সে আসি কহিল, 'প্রিয়ে, মৃগ তুলে চাও ।'
দৃষ্টিয়া তাহারে কহিয়া কহিল, 'যাও ।'
সখী, শুনো সখী, সত্য কহিয়া বলি —
তবু সে গেল না চলি ।

দাঁড়ানো স্মৃগে, কহিল তাহারে, 'সরো ।'
ধরিল তু হাত, কহিল, 'আহা, কী কর ।'
সখী, শুনো সখী, মিছে না কহিব তোরে —
তবু ছাড়িল না যোরে ।

শ্রুতিমূলে মৃগ আনিল সে মিচিমিচি —
নয়ন বাক্যে কহিল তাহারে, 'ছি ছি ।'
সখী, শুনো সখী, কহিল লপথ ক'রে —
তবু সে গেল না স'রে ।

অধরে কপোল পরশ করিল তবু —
কাঁপিয়া কহিল, 'এমন দৈগি নি কহ ।'
সখী, শুনো সখী, এ কী তার বিবেচনা —
তবু মৃগ ফিরানো না ।

আপন মালাটি আমারে পরায়ে দিল—
কহিলু তাহারে, ‘মালায় কী কাজ ছিল!’
সখী, ওলো সখী, নাহি তার লাজ ভয়—
মিছে তারে অনুনয় ।

আমার মালাটি চলিল গলায় লয়ে,
চাহি তার পান রহিলু অবাক হয়ে ।
সখী, ওলো সখী, ভাসিতেছি আখিনৌরে—
কেন সে এল না ফিরে !

পিয়াসি

আমি তো চাহি নি কিছু ।
বনের আড়ালে দাঁড়ায়ে ছিলাম
নয়ন করিয়া নিচু ।
তখনো ভোরের আলস-অরুণ
আঁখিতে রয়েছে ঘোর ,
তখনো বাতাসে জড়ানো রয়েছে
নিশির নিশিরলোর ।
নূতন তুলসীর উঠিছে গন্ধ
মন্দ প্রভাতবায়ে ,
ভূমি একাকিনী কুটিরবাহিরে
বসিয়া অশথচায়ে
নবীন-নবনী-নির্মিত করে
সোহন করিছ তুচ্ছ—
আমি তো কেবল বিদুর বিভোল
দাঁড়ায়ে ছিলাম মুগ্ধ ।

আমি তো কহি নি কথা ।
দকুলশায়্য জানি না কী পাখি
কী জানালো দ্যাকুলতা ।

আব্রকাননে ধরেছে মুকুল,
ঝরিছে পথের পাশে ;
গুঞ্জনস্বরে দুয়েকটি ক'রে
মৌমাছি উড়ে আসে ।
সরোবরপারে খুলিছে দুয়ার
শিবমন্দির-ঘরে ;
সন্ন্যাসী গাহে ভোরের ভজন
শান্ত গভীর স্বনে ।
ঘট লয়ে কোলে বসি তরুতলে
দোহন করিছ দুধ —
শূণ্য পাত্র বহিয়া মাত্র
দাঁডায়ে ছিলাম লুপ্ত ।

আমি তো যাই নি কাছে ।
উতলা বাতাস অলকে তোমার
কী জানি কী করিয়াছে ।
ঘণ্টা তখন বাজিছে দেউলে,
আকাশ উঠিছে জাগি ;
ধরণী চাহিছে উর্দগগনে
দেবতা-আনিস মাগি ।
গ্রামপথ হতে প্রভাত-আলোতে
উডিছে গোখুরধূলি ,
উছলিত ঘট বেড়ি কটিতটে
চলিয়াছে বধুগুলি ।

তোমার কঁকন বাজে ঘনঘন
ফেনায়ে উঠিছে দুখ—
পিয়াসি নম্রনে ছিন্ন এক কোণে
পরান নীরবে ফুর ।

১৩০৩

পসারিনি

ওগো পসারিনি, দেখি আয়

কী রয়েছে তব পসরায় ।

এত ভার মরি মরি কেমনে রয়েছ ধরি

কোমল করুণ ক্লান্তকায় ।

কোথা কোন্ রাজপুরে যাবে আরো কত দূরে

কিসের দুর্কহ দুরাশায় ।

সম্মুখে দেখো তো চাহি পথের যে সীমা নাহি,

তপ্ত বালু অগ্নিবাণ হানে ।

পসারিনি, কথা রাখো, দূর পথে যেয়ো নাকো,

ফগেক দাঁড়াও এইখানে ।

হেথা দেখো শাখা-তাকা বাধা বটতল ,

কূলে কূলে ভরা দিঘি, কাকচক্ষু জল ।

তালু পাড়ি চারি পাশে কচি কচি কাঁচা ঘাসে

ঘনশ্রাম চিকন-কোমল ।

পাষাণের ঘাটখানি, কেহ নাই জনপ্রাণী,

আশ্রয়ন নিবিড় শীতল ।

থাক্ তব বিকিকিনি, ওগো শ্রান্ত পসারিনি,

এইখানে বিছাও অঞ্চল ।

আশ্রমস্তরীর গন্ধ বহি আনি মৃদুমন্দ
বাগু তব উড়াবে অলক ;
ঘুঘু-ডাকে ঝিল্লিরবে কী মন্থ শ্রবণে কবে,
দুনে দাবে চোখের পলক ।
পসরা নামায়ে ভূমে যদি ঢুলে পড় ঘুমে,
অঙ্গে লাগে স্থানালস-ঘোর,
যদি হুলে তক্রাভরে ঘোমটা পসিয়া পড়ে,
তাঁহে কোনো শকা নাহি তোরা ।



ওগো পসারিনি,
মধ্যদিনে রুদ্ধ ঘরে সবাই বিশ্রাম করে,
দন্ধ পথে উড়ে তপ্ত বালি ।
দাড়াও, যেয়ো না আর— নামা ও পসরাভার,
মোর হাতে দাও তব ডালি ।

২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪
শিলাইদহ । বোট

ভ্রষ্ট লগ্ন

শয়নশিয়রে শ্রীদীপ নিবেছে সবে,
জাগিয়া উঠেছি ভোরের কোকিলরবে ।
অলসচরণে বসি বাতায়নে এসে
নৃতন মালিকা পরেছি লিখিল কেনে ।
এমন সময়ে অরুণদূসর পথে
তরুণ পথিক দেখা দিল রাজরথে ।
সোনার মুকুটে পড়েছে উষার আলো,
মুকুতার মালা গলায় মেজেছে ভালো ।
শুনালো কাতরে 'সে কোথায়' 'সে কোথায়'
বাগচরণে আমারি চরণের নামি—
'রমে মরিয়া বলিতে নারিষ্ঠ হায়,
'নবীন পথিক, সে যে আমি, সেই আমি ।'

গোধূলিবেলায় তখনো জলে নি দীপ,
পরিতেছিলাম কপালে সোনার টিপ,
কনকমুকুর হাতে লয়ে বাতায়নে
দাঁদিতেছিলাম কবরী আপন মনে ।
হেনকালে এল সন্ধ্যাদূসর পথে
করুণনয়ন তরুণ পথিক রথে ।

ফেনায় ঘর্মে আকুল অশ্বগুলি
বসনে ভূষণে ভরিয়া গিয়াছে ধূলি ।
শুধালো কাতরে ‘সে কোথায়’ ‘সে কোথায়’
 ক্লান্তচরণে আমারি দুয়ারে নামি—
শরমে মরিয়া বলিতে নারিত্ব হয়,
 ‘শ্রান্ত পথিক, সে যে আমি, সেই আমি ।’

ফাগুনযামিনী, প্রদীপ জ্বলিছে ঘরে,
দগিন-বাতাস মরিছে নুকের ‘পরে ।
সোনার খাঁচায় ঘুমায় মুখরা শারী,
দুয়ারসমুখে ঘুমায়ে পড়েছে দারী ।
ধূপের ধোঁয়ায় ধূসর বাসরগেহ,
অগুরুগন্ধে আকুল সকল দেহ ।
মসুরকণী পরেছি কাঁচলখানি
দূর্বীশ্যামল আঁচল বক্ষে টানি ।
রয়েছি বিজ্ঞান রাজপথ-পানে চাহি,
 বাতায়নতলে বসেছি ধুলায় নামি—
ত্রিযামা যামিনী একা বসে গান গাহি,
 ‘হতাশ পথিক, সে যে আমি, সেই আমি ।’

৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭
বোলপুর

প্রণয়প্রস্ন

এ কি তবে সবই সত্য
হে আমার চিরভক্ত ?
আমার চোখের বিছলি-উজল আলোকে
হৃদয়ে তোমার কঙ্কার মেঘ ঝলকে,

এ কি সত্য ?
আমার মধুর অদর, বদর
নবলাভসম রক্ত,
হে আমার চিরভক্ত,
এ কি সত্য ?

চিরমন্দির ফুটেছে আমার মাঝে কি ?
চরণে আমার বীণাস্বাকার বাজে কি ?
এ কি সত্য ?

নিশির নিশির করে কি আমারে ঘেরিয়া ?
প্রভাত-আলোকে পুলক আমারে ঘেরিয়া,
এ কি সত্য ?

তপুকপোল-পরশে অদীর
সমীর মদিরমত্ত,
হে আমার চিরভক্ত,
এ কি সত্য ?

কালো কেশপাশে দিবস লুকাই আধারে,
মরণবাধন মোর দুই ভুজের বাধা রে,

এ কি সত্য ?

ভুবন মিলায় মোর অঞ্চলখানিতে,
বিশ্ব নীরব মোর কণ্ঠের বাণীতে,

এ কি সত্য ?

ত্রিভুবন লয়ে শুধু আমি আছি,

আছে মোর অনুরক্ত,

হে আমার চিরভক্ত,

এ কি সত্য ?

তোমার প্রণয় যুগে যুগে মোর লাগিয়া
জগতে জগতে ফিরিতেছিল কি জাগিয়া ?

এ কি সত্য ?

আমার বচনে নয়নে অধরে অলকে
চিরজনমের বিরাম লভিলে পলকে,

এ কি সত্য ?

মোর স্বকুমার ললাটফলকে

লেখা অসীমের তব,

হে আমার চিরভক্ত,

এ কি সত্য ?

১৩ আশ্বিন ১৩০৪

রেলপথে

আশা

এ জীবনমুখ হবে অস্তে গেল চলি,
হে বনজননী মোর, 'আয় বৎস' বলি
খুলি দিলে অমৃতপূরে প্রবেশদুয়ার,
ললাটে চুসন দিলে, শিয়রে আমার
জালিলে অনন্ত দীপ । ছিল কণ্ঠে মোর
একখানি কণ্টকিত কুম্বের ডোর
সংগীতের পুরস্কার, তারি কতজালা
হৃদয়ে জলিতেছিল— তুলি সেই মালা
প্রত্যেক কণ্টক তার নিঃসৃত বাঁধি
মুলি তার মুখে ফেলি শুভ্র মালাগাছি
গলায় পরায়ে দিয়ে লইলে বরিয়া
মোরে তব চিরমুখ সন্ধান করিয়া ।
অশতে বরিয়া উঠি শুলিল নয়ন—
সহসা জাগিয়া দেখি, এ শুষ্ক স্বপন ।

বঙ্গলক্ষ্মী

তোমার মাঠের মাঝে, তব নদীতীরে,
তব আম্রবনে-ঘেরা সহস্র কুটিরে,
দোহনমুখর গোষ্ঠে, ছায়াবটমূলে,
গঙ্গার পাষাণঘাটে দ্বাদশ-দেউলে,
হে নিত্যকল্যাণী লক্ষ্মী, হে বঙ্গজননী,
আপন অঙ্গ অঙ্গ করিছ আপনি
অহনিশি হাস্যমুখে ।

এ বিশ্বসমাজে

তোমার পুত্রের হাত নাহি কোনো কাজে,
নাহি জ্ঞান সে বারতা । তুমি শুধু মা গো,
নিদ্রিত শিয়রে তার নিশিদিন জাগ
মলয়বীজন করি । বয়েছ মা, ভুলি—
তোমার শ্রীঅঙ্গ হতে একে একে খুলি
সৌভাগ্যভূষণ তব, হাতের কঙ্কণ,
তোমার ললাটশোভা সীমন্তরতন,
তোমার গৌরব, তারা বাঁধা রাখিয়াছে
বহুদূর বিদেশের বণিকের কাছে ।

নিত্যকর্মে রত শুধু, অগ্নি মাহুভূমি,
প্রত্যুষে পূজার ফুল ফুটাইছ তুমি,
মধ্যাহ্নে পল্লবাকুল প্রসারিয়া ধরি
রৌদ্র নিবারিছ ; যবে আসে বিভাবরী
চারি দিক হতে তব যত নন্দনদী
যুম পাড়ার গান গাহে নিরবধি
ঘেরি ক্রান্ত গ্রামগুলি শত বাতপানে ।

শরৎ-মধ্যাহ্নে আজি স্বপ্ন অবকাশে
ক্ষণিক বিরাম দিয়া পুন্য গৃহকাণ্ডে
হিল্লোলিত ঐশ্বর্যিক মস্তুরীর মাতে
কপাতকুক্ষনাতুল নিশ্চক প্রহরে
বদিয়া রয়েছে মাতঃ, প্রবল অবরে
বাক্যহীন প্রসন্নতা , শিথল হৃদয়
দৈবশাস্ত্র দৃষ্টিপাতে শুভদিকময়
ক্ষমাপূর্ণ আলিঙ্গন করে বিকিরণ ।
হেরি সেই স্নেহপূত আশ্রয়স্থল,
মধুর মল্ললচ্ছবি মৌন অবিচল,
নতশির কবি-চক্ষু ভরি আসে কল ।

শরৎ

আজি কী তোমার মধুর মুরতি
হেরিছু শারদ প্রভাতে ।
হে মাত বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে ।
পারে না বহিতে নদী জলধার,
মাঠে মাঠে ধান ধরে নাকো আর—
ডাকিছে দোয়েল, গাহিছে কোয়েল
তোমার কাননসভাতে ।
মাঝখানে তুমি দাঁডায়ে জননী,
শরৎকালের প্রভাতে ।

জননী, তোমার শুভ আশ্বান
গিয়েছে নিখিল ভুবনে—
নূতন ধান্বে হবে নবান্ন
তোমার ভবনে ভবনে ।
অবসর আর নাহিক তোমার,
আঁটি আঁটি ধান চলে ভারে ভার,
গ্রামপথে-পথে গন্ধ তাহার
ভরিয়া উঠিছে পবনে ।
জননী, তোমার আশ্বানলিপি
পাঠায়ে দিবেছ ভুবনে ।

তুলি মেঘভার আকাশ তোমার
করেছ সুনীলবরনি ,
শিশির ছিটায় করেছ শীতল
তোমার জামল ধরণী ।
স্থলে স্থলে আর গগনে গগনে
বাশি বাজে যেন মধুর লগনে,
আসে দলে দলে তব দ্বারতলে
দিনি দিনি হতে তরণী ।
আকাশ করেছ সুনীল অমল,
স্বিকশীতল ধরণী ।

বহিছে প্রথম শিশিরসমীর
ক্রান্ত শরীর জুড়ায়—
কুটিরে কুটিরে নব নব আশা
নবীন জীবন উড়ায় ।
দিকে দিকে মাতা, কত আয়োজন—
হাসিভরা-মুখ তব পরিজন
ভাঙারে তব স্থখ নব নব
মুঠা মুঠা লয় জুড়ায় ।
ছুটেছে সমীর আঁচলে তাহার
নবীন জীবন উড়ায় ।

আয় আয় আয়, আছ যে দেখায়
আয় তোরা সবে ছুটিয়া—

ভাণ্ডারদ্বার খুলেছে জননী,
অন্ন যেতেছে লুটিয়া ।
ও পার হইতে আয় খেয়া দিয়ে,
ও পাড়া হইতে আয় মায়ে বিয়ে—
কে কঁাদে ক্ষুণ্ণায় জননী শুণ্ণায়,
আয় তোরা সব জুটিয়া ।
ভাণ্ডারদ্বার খুলেছে জননী,
অন্ন যেতেছে লুটিয়া ।

মাতার কণ্ঠে শেফালিমাল্য
গঞ্জে ভরিছে অবনী ।
জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত
শুভ্র যেন সে নবনী ।
পরেছে কিরীট কনককিরণে,
মণ্ডিত মহিমা হরিতে হিরণে,
কুসুমভূষণ জড়িত চরণে
দাঁড়ায়েছে মোর জননী ।
আলোকে শিশিরে কুসুমে ধান্ধে
হাসিছে নিখিল অবনী ।

মাতার আশ্বান

বারেক তোমার দুয়ারে দাঁড়ায়ে
 ফুকরিয়া ডাকো জননী ।
প্রান্তরে তব সন্ধ্যা নাহিছে,
 আধারে ঘেরিছে দরনী ।
ডাকো, 'চলে আয়, তোরা কোনে আয় ।'
ডাকো সক্রুণ আপন ভাষায় ,
সে বাণী হৃদয়ে করুণা জাগায়,
 বেঞ্জে উঠে শিরা দমনী—
হেলায় খেলায় যে আছে দেখায়
 সচকিয়া উঠে অমনি ।

আমরা প্রভাতে নদী পার হু,
 ফিরিছু কিসের দুরাশে ।
পরের উকু অকলে লয়ে
 তালিচু জটরহতাশে ।
খেয়া বহে নাকো, চাহি ফিরিবানে,
তোমার তরুণী পাঠাও এ পারে,
আপনার খেত গ্রামের কিনারে
 পড়িয়া রহিল কোথা সে ।
বিজন বিরাট শূন্য সে মাঠ
 কাঁদিছে উতলা বাতাসে ।

কাঁপিয়া কাঁপিয়া দীপখানি তব
নিবু-নিবু করে পবনে—
জননী, তাহারে করিয়ো রক্ষা
আপন বক্ষোবসনে ।

ভুলি ধরো তারে দক্ষিণ করে—
তোমার ললাটে যেন আলো পড়ে,
চিনি দূর হতে, ফিরে আসি ঘরে
না ভুলি আলেয়া-ছলনে ।
এ পারে দুয়ার রুদ্ধ জননী,
এ পরপুরীর ভবনে ।

তোমার বনের ফুলের গন্ধ
আসিছে সন্ধ্যাসমীরে ।
শেষ গান গাহে তোমার কোকিল
স্বদূরকুঞ্জতিমিরে ।
পথে কোনো লোক নাহি আর বাকি,
গহন কাননে জলিছে জোনাকি,
আকুল অশ্রু ভরি দুই আঁখি
উচ্ছ্বসি উঠে অধীরে ।
'তোরা যে আমার' ডাকো একবার
দাঁড়ায়ে দুয়ারবাহিরে ।

৭ আষাঢ় ১৩১১
নাগর নদী । আত্মাই-পথে

ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ

যে তোমাতে দূরে রাখি নিত্য ঘৃণা করে,
হে মোর স্বদেশ,
মোরা তারি কাছে কিরি সম্মানের তরে
পরি তারি বেশ ।
বিনেশী জানে না তোরে, অনানন্দের তাই
করে অপমান—
মোরা তারি পিছে থাকি যোগ দিতে চাই
আপন সন্ধান ।
তোমার যা দৈন্ত্য মাতঃ, তাই ভূমা মোর
কেন তাহা ভুলি ।
পদধনে দিক গব— করি কঙ্কোড়,
ভরি ভিক্ষামুলি ।
পুণ্যহস্তে থাক-অন্ন তুলে দাও পাত্রে,
তাঁই যেন রুচে ।
মোটো বস্ত্র বুনে দাস যদি নিছক হাতে
তাহে লক্ষ্য বুঝে ।
সেই সিংহাসন যদি অঞ্চলটি পাত্রে,
কর যেরূপ দান ।
যে তোমাতে তুষ্ট করে নে অ'দারে মাংস,
কী দিবে সন্ধান ।

হতভাগ্যের গান

বিতাস । একতারা

বন্ধু, কিসের তরে অশ্রু ঝরে, কিসের লাগি দীর্ঘশ্বাস ।
হাস্তমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস ।

রিক্ত যারা সর্বহারা
সর্বজয়ী বিধে তারা,
গর্বময়ী ভাগ্যদেবীর নয়কো তারা কীর্তদাস ।
হাস্তমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস ।

আমরা স্থখের ক্ষীণ বৃকের ছায়ার তলে নাহি চরি ।
আমরা দুখের বক্র মুখের চক্র দেখে ভয় না করি ।

ভগ্ন ঢাকে যথাসাধ্য
বাজিয়ে যাব জয়বাজ্য,
ছিন্ন আশার ধ্বজা তুলে ভিন্ন করব নীলাকাশ ।
হাস্তমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস ।

হে অলক্ষী, রুদ্ধকেশী, তুমি দেবী অচঞ্চলা ।
তোমার রীতি সরল অতি, নাহি জান ছলাকলা ।

জালাও পেটে অগ্নিকণা,
নাইকো তাহে প্রতারণা—

টান যখন মরণ-ফাঁসি বল নাকো মিটেভাষ ।

হাস্তমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস ।

ধরার যারা সেরা সেরা মানুষ তারা তোমার ঘরে ।

তাদের কঠিন শয্যাখানি তাই পেতেছ মোদের তরে ।

আমরা বরপুত্র তব

যাহাই দিবে তাহাই লব,

তোমায় দিব ধন্যধনি মাথায় বহি সর্বনাশ ।

হাস্তমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস ।

যৌবরাজ্যে বসিয়ে দে মা, লক্ষীছাড়ার সিংহাসনে ।

ভাড়া কুলোয় করুক পাখা তোমার যত ভুতাগণে ।

দগ্ধ ভালে প্রলয়শিখা

দিক মা, এঁকে তোমার টিকা,

পরাণ দজ্জা লজ্জাভারা— জীর্ণ কথা, চির বাস ।

হাস্তমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস ।

লুকোক তোমার ডকা শুনে কপট সখার শূন্য হাসি ।

পালাক ছুটে পুচ্ছ তুলে মিশে চাটু মকা-কান্দি ।

আত্মপরের-প্রভেন-ভোলা

জীর্ণ ছয়োর নিত্য গোলা —

থাকবে তুমি থাকব আমি সমানভাবে বারো বাস ।

হাস্তমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস ।

শঙ্কা-তরাস লজ্জা-শরম চুকিয়ে দিলেম স্বতি-নিন্দে ।
ধুলো সে তোমার পায়ের ধুলো তাই মেখেছি ভক্তবৃন্দে ।
আশারে কই, 'ঠাকুরানী,
তোমার খেলা অনেক জানি,
বাহার ভাগ্যে সকল ফাঁকি তারেও ফাঁকি দিতে চাস !'
হাস্তমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস ।

মৃত্যু যেদিন বলবে 'জাগো, প্রভাত হল তোমার রাতি'
নিবিয়ে যাব আমার ঘরের চন্দ্র দৃশ্য ছুটো বাতি ।
আমরা দোহে দেঁমাদেঁমি
চিরদিনের প্রতিবেশী,
বন্ধভাবে কঠে সে মোর জড়িয়ে দেবে বাহুপাশ—
বিদায়কালে অদৃষ্টেরে করে যাব পরিহাস ।

৭ আশ্বিন : ১৩০৪ । বাগল নদী

পবিত্র ন : ৭ আশ্বিন : ১৩০১

বাগল নদী । পবিত্র ন

জুতা-ଆବିষ্কার

କହିଲା ହୁ, 'ଶୁନ ଗୋ ଗୋବୁରାୟ,
କାଲିକେ ଆମି ଭେବେଛି ମାରା ବାହ—
ଋନିନ ମୁଳା ଲାଗିବେ କେନ ପାୟ
ଧରଣୀ-ଆକ୍ଷେ ଚରଣ କେଲା ବାହ ।
ତୋମରା ଶୁଣୁ ବେତନ ଲହ ଦାଢ଼ି,
ରାଜାର କାଞ୍ଜେ କିଛିଟି ନାହିଁ ଚୁଢ଼ି ।
ଆମାର ଗାଢ଼ି ଲାଗାଅ ଗୋରେ ଗାଢ଼ି,
ରାଜ୍ୟା ଗୋର ଏ କା ଏ ଅନାୟାସି ।
ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ କରାବେ ପ୍ରତିକାର,
ନହିଲେ କାହୋ ରକ୍ଷା ନାହିଁ ଆର ।'

ଶୁନିୟା ଗୋବୁ ଡାକିୟା ହଲ ଶୁନ,
ଦାକ୍ଷଣ ଦାନେ ଘର ବାହେ ଗାଢ଼େ ।
ପଣ୍ଡିତେର ହଟେଲ ଯୁଦ୍ଧ ଚଳ,
ପାହୁନେର ନିନ୍ଦା ନାହିଁ ଗାଢ଼େ ।
ରାଜାଘରେ ନାଟିକ ଚଢ଼େ ଟାଢ଼ି,
କାଗ୍ନାକାଟି ପଢ଼ିଲ ବାଢ଼ି-ବନ୍ଦୋ ।
ଅକ୍ଷତ୍ତଳେ ଭାମାୟେ ପାକା ନାଢ଼ି
କହିଲା ଗୋବୁ ହବୁର ପାନପନ୍ଦେ,—

‘যদি না ধূলা লাগবে তব পায়ে
পায়ের ধূলা পাইব কী উপায়ে !’

শুনিয়া রাজা ভাবিল ছলি ছলি,
কহিল শেষে, ‘কথাটা বটে সত্য ।
কিন্তু আগে বিদায় করো ধূলি,
ভাবিয়ো পরে পদধূলির তত্ত্ব ।
ধূলা-অভাবে না পেনে পদধূলা
তোমরা সবে মাহিনা খাও মিথ্যে,
কেন-বা তবে পুষিছ এত গুলা
উপাধি-ধরা বৈজ্ঞানিক ভৃত্যে !
আগের কাজ আগে তো তুমি সারো,
পরের কথা ভাবিয়ো পরে আরো ।’

আধার দেখে রাজার কথা শুনি,
যতনভরে আনিল তবে যন্ত্রী
যেখানে যত আছিল জ্ঞানী গুণী—
দেশে বিদেশে যতেক ছিল যন্ত্রী ।
বসিল সবে চশমা চোখে আঁটি,
ফুরায়ে গেল উনিশ-পিপে নশ্র—
অনেক ভেবে কহিল, ‘গেলে মাটি
ধরায় তবে কোথায় হবে শাস্ত !’
কহিল রাজা, ‘তাই যদি না হবে,
পণ্ডিতেরা রহেছ কেন তবে ?’

সকলে মিলি যুক্তি করি শেষে
 কিনিল ঝাঁটা সাড়ে সতেষো লক্ষ,
 ঝাঁটের চোটে পথের ধূলা এসে
 ভরিয়া দিল রাজার মুখ বক্ষ ।
 ধূলায় কেহ মেলিতে নারে চোখ,
 ধূলার মেঘে পড়িল ঢাকা সূর্য ।
 ধূলার বেগে কাশিয়া মরে লোক,
 ধূলার মাঝে নগর হল উছা ।
 কহিল রাজা, 'করিতে ধূলা দূর,
 জগৎ হল ধূলায় ভরপুর ।'

তখন বেগে ছুটিল ঝাঁকে ঝাঁক
 মশক কাগজ একুশ লাখ ভিত্তি—
 পুকুরে বিলে রহিল শুধু পাক,
 নদীর জলে নাহিক চলে কিস্তি ।
 জলের ভীষ মরিল ছল বিনা,
 ডাঙার প্রাণী মাতার করে চেঁচা ।
 পাকের তলে মজিল বেচা কিনা,
 সদিচ্ছরে উজাড় হল দেশটা ।
 কহিল রাজা, 'এমনি সব গাদা
 ধূলায়ে মারি করিয়া দিল কাদা ।'

আবার সবে ডাকিল পরামর্শে,
 বসিল পুন যতক গুণবস্ত —

ঘুরিয়া মাথা হেরিল চোখে সর্ষে,
ধুলার হায় নাহিক পায় অন্ত ।
কহিল, 'মহী মাদুর দিয়ে ঢাকো,
ফরাশ পাতি করিব ধুলা বন্ধ ।'
কহিল কেহ, 'রাজ্যারে ঘরে রাখো,
কোথা ও যেন না থাকে কোনো রক্ত ।
ধুলার মাঝে না যদি দেন পা
তা হলে পায়ে ধুলা তো লাগে না ।'

কহিল রাজা, 'সে কথা বড়ো খাটি,
কিন্তু মোর হাতেছে মনে সন্ধ,
মাটির ভয়ে রাজ্য হবে মাটি
দিবস-রাত্রি রহিলে আমি বন্ধ ।'
কহিল সবে, 'চামারে তবে ডাকি
চর্ম দিয়া মুড়িয়া দাও পৃথ্বী ।
ধুলির মহী ঝুলির মাঝে ঢাকি
মহীপতির রহিবে মহাকীতি ।'
কহিল সবে, 'হবে সে অবহেলে,
যোগ্যমতো চামার যদি মেলে ।'

রাজার চর ধাইল হেথা হোথা,
ছুটিল সবে ছাড়িয়া সব কর্ম ।
যোগ্যমতো চামার নাহি কোথা,
না মিলে তত উচিতমতো চর্ম ।

তখন ধীরে চামার-কুলপতি
 কহিল এসে ঈষৎ হেসে বৃদ্ধ,
 'বনিত্তে পারি করিলে অমুমতি
 সহজে যাহে মানস হবে সিদ্ধ ।
 নিজের দুটি চরণ ঢাককা, তবে
 ধরণী আর ঢাকিতে নাহি হবে ।'

কহিল রাজা, 'এত কি হবে সিদে ।
 ভাবিয়া মোলো সকল দেশশুদ্ধ ।'
 মন্ত্রী কহে, 'বেটারে শূল বি'দে
 কারার নামে কনিয়া বাগো বৃদ্ধ ।'
 রাজার পদ চন্দ-আদরণে
 ঢাকিল বৃদ্ধা বন্দিয়া পদোপাশ্বে—
 মন্ত্রী কহে, 'আমারো ছিল মনে,
 কেমনে বেটা পেরেছে সেটা জানতে ।'
 সেদিন হাতে চলিল দুতো দ্বারা—
 কাঁচিল গোদু, বক্ষা পেল দ্বারা ।

সে আমার জননী রে

ভৈরবী । রূপক

কে এসে যায় ফিরে ফিরে
আকুল নয়নের নীরে ?

কে বৃথা আশাভরে
চাহিছে মুখ-'পরে ?
সে যে আমার জননী রে ।

কাহার সুধাময়ী বাণী
মিলায় অনাদর মানি ?
কাহার ভাষা হায়
ভুলিতে সবে চায় ?
সে যে আমার জননী রে ।

কণেক স্নেহকোল ছাড়ি
চিনিতে আর নাহি পারি ।

আপন সন্তান
করিছে অপমান—

সে যে আমার জননী রে ।

পুণ্য কুটিরে বিষণ্ণ
কে ব'সে সাজাইয়া অন্ন ?

সে স্নেহ-উপহার

রুচে না মুখে আর !

সে যে আমার জননী রে ।

জগদীশচন্দ্র বসু

বিজ্ঞানলক্ষীর প্রিয় পশ্চিমমন্দিরে
দূর সিন্ধুতীরে
হে বন্ধু, গিয়েছ তুমি ; জয়মালাধানি
সেথা হতে আনি
দীনহীনা জননীর লজ্জানত শিরে
পরায়েছ ধীরে ।

বিদেশের মহোজ্জ্বল মহিমামণ্ডিত
পণ্ডিতসভায়
বল সাধুবাদধ্বনি নানা কণ্ঠসবে
শুনেছ গৌরবে ।
সে ধ্বনি গম্ভীরমন্ড্রে চায় চারি ধার
হয়ে সিন্ধু পার ।

আজি মাতা পাঠাইছে অশসিন্ধু বাণী
আশীর্বাদধানি
জগৎ-সভার কাছে অশ্রুত অজ্ঞাত
কবিকণ্ঠে ভ্রাতঃ ।
সে বাণী পশিবে শুধু তোমারি অন্তরে
কীণ মাহুতরে ।

ভিখারি

ভৈরবী । একতাল

ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ,
 আরো কি তোমার চাই ?

ওগো ভিখারি, আমার ভিখারি, চলেছ
 কী কাতর গান গাই' !

প্রতিদিন প্রাতে নব নব ধনে
ভুষিব তোমারে সাধ ছিল মনে,
 ভিখারি, আমার ভিখারি ।

হায় পলকে সকলি ন্যপেছি চরণে,
 আর তো কিছুই নাই ।

ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ,
 আরো কি তোমার চাই !

আমি আমার বুকের আঁচল ঘেরিয়া
 তোমারে পরান্ন বাস ।

আমি আমার ভুবন শূণ্য করেছি
 তোমার পুরাতে আশ ।
মম প্রাণমন যৌবন নব
করপুটতলে পড়ে আছে তব,
 ভিখারি, আমার ভিখারি ।

হায় আরো যদি চাও মোরে কিছু নাও.

 ফিরে আমি দিব তাই ।

ওগো কাড়াল, আমারে কাড়াল করেছ,

 আরো কি তোমার চাই ।

১২ [আদিন ১৩০৭]

পট্টিসন

যাচনা

কীৰ্তন

ভালোবেসে সখী, নিভুতে যতনে
আমার নামটি লিখিও— তোমার
মনের মন্দিরে ।

আমার পরানে যে গান বাজিছে
তাহারি তালটি শিখিও— তোমার
চরণমঞ্জীরে ।

ধরিয়া রাখিও মোহাগে আদরে
আমার মুখর পাখিটি— তোমার
প্রাসাদপ্রাঙ্গণে ।

মনে ক'রে সখী, বাধিয়া রাখিও
আমার হাতের রাখিটি— তোমার
কনককঙ্কণে ।

আমার লতার একটি মুকুল
ভুলিয়া ভুলিয়া রাখিও— তোমার
অলকবন্ধনে ।

আমার স্মরণ-শুভ-সিন্দূরে
একটি বিন্দু আঁকিও— তোমার
ললাটচন্দনে ।

আমার মনের মোহের মাধুরী
মাখিয়া রাখিয়া দিয়ো গো— তোমার
অঙ্গসৌরভে ।
আমার আকুল জীবনমরণ
টুটিয়া লুটিয়া নিয়ো গো— তোমার
অতুল গৌরবে ।

৮ আশ্বিন ১৩০৪
সাহাজাপুর । নোট

বিদায়

বিভাস

এবার চলিছু তবে ।
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাধন ছিঁড়িতে হবে ।
উচ্ছল জল করে ছলছল,
জাগিয়া উঠেছে কলকোলাহল,
তরগোপতাকা চলচঞ্চল
কাঁপিছে অনীর রবে ।
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাধন ছিঁড়িতে হবে ।

আমি নিষ্ঠুর কঠিন কঠোর,
নির্মম আমি আজি ।
আন নাই দেরি, ভৈরবভরৌ
বাহিরে উঠেছে বাজি ।
ভূমি ঘুমাইছ নিমীলনঘনে,
কাঁপিয়া উঠিছ বিরহস্বপনে,
প্রভাতে জাগিয়া শূন্য শয়নে
কাঁদিয়া চাহিয়া রবে ।
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাধন ছিঁড়িতে হবে ।

অরুণ তোমার তরুণ অধর,
করুণ তোমার আঁখি—
অমিয়রচন সোহাগবচন
অনেক রয়েছে বাকি ।
পাখি উড়ে যাবে সাগরের পার,
সুখময় নীড পড়ে রবে তার,
মহাকাশ হতে এই বারে-বার
আমানে ডাকিছে মবে ।
সময় হয়েছে নিকট, এখন
দানন ছিঁড়িতে হবে ।

বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে
কে মোর আশ্রয়পর ।
আমার নিদাতা আমাতে জাগিলে
কোথায় আমার ঘর ।
কিসেরি বা সুখ, ক' দিনের প্রাণ ।
এই উঠিয়াছে সংগ্রামগান,
অমর মরণ বস্তুচরণ
নাচিছে মগৌরবে ।
সময় হয়েছে নিকট, এখন
দানন ছিঁড়িতে হবে ।

৭ অধিন ১৩৩৩

ইছামতী

লীলা

সিদ্ধু-শৈরবী

কেন বাজাও কাঁকন কনকন, কত
 ছলভরে !

ওগো ঘরে ফিরে চলো কনককলমে
 জল ভ'রে ।

কেন জলে ঢেউ তুলি ছলকি ছলকি
 কর খেলা !

কেন চাহ খনে খনে চকিত নয়নে
 কার তরে
কত ছলভরে !

হেরো যমুনাবেলায় আলমে হেলায়
 গেল বেলা,

যত হাসিভরা ঢেউ করে কানাকানি
 কলস্বরে
কত ছলভরে !

হেরো নদীপরপারে গগনকিনারে
 মেঘ-মেলা,

তারা হাসিয়া হাসিয়া চাহিছে তোমারি
 মুখ-'পরে
কত ছলভরে !

নববিরহ

নন্দার

হেরিয়া শামল ঘন নীল গগনে
সজল কাজল-আঁখি পড়িল মনে—

অধর করুণা-মাখা,
মিনতি-বেদনা-আঁকা
নীরবে চাহিয়া থাকা
বিদায়ধনে—

হেরিয়া শামল ঘন নীল গগনে ।

ঝরঝরো ঝরে জল, বিছুলি হানে,
পবন মাতিছে বনে পাগল গানে ।

আনার পদানপুটে
কোন্‌খানে বাধা ফুটে,
কার কথা বেজে উঠে

হৃদয়কোণে—

হেরিয়া শামল ঘন নীল গগনে ।

১ অধ্বনি ১৯০৪

ইচ্ছানন্দী

লজ্জিতা

ভৈরবী

যামিনী না যেতে জাগালে না কেন—

বেলা হল, মরি লাজে ।

শরমে জড়িত চরণে কেমনে

চলিব পথের মাঝে !

আলোকপরশে মরমে মরিয়া

হেরো গো শেফালি পড়িছে ঝরিয়া,

কোনোমতে আছে পরান ধরিয়া

কামিনী শিথিল সাজে ।

যামিনী না যেতে জাগালে না কেন—

বেলা হল, মরি লাজে ।

নিবিয়া বাঁচিল নিশার প্রদীপ

উষার বাতাস লাগি ।

রজনীর শশী গগনের কোণে

লুকায় শরণ মাগি ।

পাখি ডাকি বলে— গেল বিভাবরী,

বধু চলে জলে লইয়া গাগরি,

আমি এ আকুল কবরী আবরি

কেমনে যাইব কাজে !

যামিনী না যেতে জাগালে না কেন—

বেলা হল, মরি লাজে ।

কাল্পনিক

বেহাগ

আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন

বাতাসে—

তাই আকাশকুম্ব করি শু চয়ন

হতাশে ।

ছায়ায় মতন মিলায় ধরণী,

কূল নাহি পায় আশার তরণী,

মানসপ্রতিমা ভাসিয়া বেড়ায়

আকাশে ।

কিছু বাদা পড়িল না শুধু এ বাসনা

বাদনে ।

কেহ নাহি মিল দরা শুধু এ শুধুর

মাদনে ।

আপনার মনে বসিয়া একেলা

অনলশিখায় কী করি শু খেলা,

দিনশেষে দেখি চাই হল সব

হতাশে ।

আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন

বাতাসে ।

মানসপ্রতিমা

ইমনকল্যাণ

তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্তিসুদূর
আমার সাধের সাধনা,
মম শূন্য-গগন-বিহারী ।
আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়
তোমারে করেছি রচনা—
তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
মম অসীম-গগন-বিহারী ।

মম হৃদয়-ঐক্য-রঞ্জে তব
চরণ দিয়েছি রাঙিয়া,
অগ্নি সন্ধ্যা-স্বপন-বিহারী ।
তব অধর এঁকেছি সুধাবিষে মিশে
মম সুখদুখ ভাঙিয়া—
তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
মম বিজন-জীবন বিহারী ।

মম মোহের স্বপন-অঙ্কন তব
নয়নে দিয়েছি পরায়ে,
অগ্নি মুগ্ধ-নয়ন-বিহারী ।

মম সংগীত তব অন্তে অন্তে

দিয়েছি জড়ায়ে জড়ায়ে—

তুমি আমারি দে তুমি আমারি,

মম জীবন-মরণ-বিহারী ।

৯ আশ্বিন ১৩০৭

চলন বিল । কুড়চুড়ি

সংকোচ

ছায়ানট

যদি বারণ কর, তবে
গাহিব না ।

যদি শরম লাগে, মুখে
চাহিব না ।

যদি বিরলে মালা গাঁথা সহসা পায় বাধা,
তোমার ফুলবনে
যাইব না ।

যদি বারণ কর, তবে
গাহিব না ।

যদি থমকি থেমে যাও
পথ-মারো,
আমি চমকি চলে যাব
আন কাছে ।

যদি তোমার নদীকূলে ভুলিয়া ঢেউ তুলে,
আমার তরীখানি
বাহিব না ।

যদি বারণ কর, তবে
গাহিব না ।

৯ আশ্বিন ১৩০৪

চলন বিল । ঝড় । বোট টলমল

ବିଜ୍ଞାନ-ଜ୍ଞାନ

শত্রুমে ছড়িত কত-না গোলাপ
 কত-না গরবী করবী
 কত-না দুঃখম ঘুটেছে তোমার
 মানক করি আনা ।

অমল শরত-শীতল-সম্মার
 বহিছে তোমার কেশে,
 কিশোর অরুণ-কিরণ তোমার
 অধরে পড়েছে এসে ।

আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা ।

99

সকরুণা

আলোয়।

সখী, প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে !
তারে আমার মাথার একটি কুসুম দে ।
যদি শুধায় কে দিল, কোন্ ফুলকাননে,
তোর শপথ, আমার নামটি বলিস নে ।
সখী, প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে !

সখী, তরুর তলায় বসে সে ধূলায় যে ।
সেথা বকুলমালায় আসন বিছায়ে দে ।
সে যে করুণা জাগায় সকরুণ নয়নে—
কেন কী বলিতে চায়, না বলিয়া যায় সে !
সখী, প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে !

১০ আশ্বিন ১৩০৪

নাগর নদী । মেঘগুটি । অমানস্কা

বিবাহমঙ্গল

কি কিউ

দুইটি হৃদয়ে একটি আশ্রয়

পাতিয়া বোসো হে হৃদয়নাথ ।

কল্যাণকরে মঙ্গলভোরে

বাধিয়া বাধো হে দৌহার হাত ।

প্রাণেশ, তোমারি প্রেম অনন্ত

জাগাক জীবনে নববসন্ত,

যুগল প্রাণের নবীন মিলনে

করো হে কলণনয়নপাত ।

সংসারপথ দীর্ঘ নাহক,

বাহিরিবে দুটি পাখ তরুণ,

আম্বিকে তোমারি প্রসাদ অরণ

করুক উদয় নবপ্রভাত ।

তব মঙ্গল তব মঙ্গল

তোমারি বাধুদী তোমারি সখা

দৌহার চিহ্নে রচক নিত্য

নব নব রূপে দিবস রাতি ।

ভারতলক্ষ্মী

ভৈরবী

অগ্নি ভুবনমনোমোহিনী !
অগ্নি নির্মলসূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী
জনকজননী-জননী !
নীলসিন্ধুজলধৌত চরণতল,
অনিলবিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল,
অম্বরচূষিত ভাল হিমাচল,
শুভ্রভূষারকিরীটিনী !

প্রথম প্রভাত-উদয় তব গগনে,
প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে
জ্ঞানধর্ম কত কাব্যকাহিনী !

চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
দেশবিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবীযমুনা বিগলিত করুণা
পুণ্যপীযুষস্তুত্ববাহিনী ।

পৌষ ১৩০৩

প্রকাশ

হাজার হাজার বছর কেটেছে, কেহ তো কহে নি কথা ।
ভ্রমর ফিরেছে মানবীকুলে, তরুর ঘিরেছে লতা ,
চাঁদে চাহিয়া চকোরী উড়েছে, তড়িৎ খেলছে মেঘে,
সাগর কোথায় খুঁজিয়া খুঁজিয়া তটিনা ছুটেছে বেগে ,
ভোরের গগনে অকণ উঠিতে কমল মেলেছে ঝাঁকি,
নবীন আষাঢ় যেমনি এসেছে চাতক উঠেছে ডাকি—
এত যে গোপন মনের মিলন বুঝনে বুঝনে আছে
সে কথা কেমনে হইল প্রকাশ প্রথম কাহার কাছে ।

না জানি সে কবি জগতের কোণে কোথা ছিল দিবানিশি,
লতাপাতা চাঁদ মেঘের সহিতে এক হয়ে ছিল মিশি ।
ফুলের মতন ছিল সে মৌন মনের আড়ালে ঢাকা,
চাঁদের মতন চাহিতে জানিত নহন প্রপনমায়া ,
বায়ুর মতন পারিত ফিরিতে অলক্ষ্য মনোরমে
ভাবনা-সাদনা বেরনা-বিহীন বিফল ভ্রমণপথে—
মেঘের মতন আপনার মাঝে দনায়ে আপন চায়া
একা বসি কোণে জানিত রচিতে দনগষ্ঠীর মায়া ।

হালোকে ভুলোকে ভাবে নাট কেহ আছে সে কিসের গোপনে—
হেন সংশয় ছিল না কাহারো সে যে কোনো কথা বোঝে ।

বিশ্বপ্রকৃতি তার কাছে তাই ছিল নাকো সাবধানে,
ঘন ঘন তার ঘোমটা খসিত ভাবে ইঙ্গিতে গানে ;
বাসরঘরের বাতায়ন যদি খুলিয়া যাইত কভু
দ্বারপাশে তারে বসিতে দেখিয়া রুখিয়া দিত না তবু—
যদি সে নিভৃত শয়নের পানে চাহিত নয়ন তুলি
শিয়রের দীপ নিবাইতে কেহ ছুঁড়িত না ফুলধূলি ।

শলী যবে নিত নয়নে নয়নে কুমুদীর ভালোবাসা
এরে দেখি হেসে ভাবিত, এ লোক জানে না চোখের ভাষা ।
নলিনী যখন খুলিত পরান চাহি তপনের পানে
ভাবিত, এ জন ফুলগন্ধের অর্থ কিছু না জানে ।
তড়িৎ যখন চকিত নিমেষে পালাত চুমিয়া মেঘে
ভাবিত, এ খ্যাপা কেমনে বুঝিবে কী আছে অগ্নিবেগে !
সহকারশাখে কাঁপিতে কাঁপিতে ভাবিত মালতীলতা,
আমি জানি আর তরু জানে শুধু কলমর্মরকথা ।

একদা ফাগুনে সন্ধ্যাসময়ে সূর্য নিতেছে ছুটি,
পূর্বগগনে পূর্ণিমাচাঁদ করিতেছে উঠি-উঠি ,
কোনো পুরনারী তরু-আলবালে জল সেচিবার ভানে
চল ক'রে শাখে আঁচল বাধায়ে ফিরে চায় পিছু-পানে ;
কোনো সাহসিকা ছলিছে দোলায় হাসির বিজুলি হানি—
না চাহে নামিতে, না চাহে থামিতে, না মানে বিনয়বাণী ;
কোনো মায়াবিনী মৃগশিশুটিরে তৃণ দেয় একমনে,
পাশে কে দাঁড়ায়ে চিনেও তাহারে চাহে না চোখের কোণে—

হেনকালে কবি গাহিয়া উঠিল, 'নরনারী, তুমি সবে,
 কত কাল ধরে কী যে রহস্য ঘটিছে নিখিল ভবে ।
 এ কথা কে কবে স্বপনে জানিত, আকাশের চান চাহি
 পাণ্ডুকপোল কুমুদীর চোখে সারা রাত নিদ নাহি ।
 উদয়-অচলে অরুণ উঠিলে কমল ফুটে যে জলে
 এতকাল ধরে তাহার তব চাপা ছিল কোন্‌ চলে ।
 এত যে মগ্ন পড়িল ভ্রমর নবমালতীর কানে
 বড়ো বড়ো যত পণ্ডিত জনা বুঝিল না তার মানে ।'

শুনিয়া তপন অশ্রু নাখিল শরমে গগন স্রি,
 শুনিয়া চন্দ্র ধমকি রহিল বনের আড়াল ধরি ।
 শুনে সরোবরে তখনি পদ্ম নয়ন মুদিল এরা—
 দখিন-বাতাস বলে গেল তারে, সকলি পড়েছে ধরা ।
 শুনে ছি-ছি ব'লে শাখা নাড়ি নাড়ি শিহরি উঠিল লতা,
 শাবিল, মুগুর এখনি না জানি আরো কী ঘটবে কথা ।
 ভ্রমর কহিল যুথীর সভায়, যে ছিল বোবার মতো
 পরের কুংসা রটাবার বেলা তারো মুখ ফোটে কত ।

শুনিয়া তখনি করতালি নিয়ে হেসে উঠে নরনারী—
 যে দ্বারারে চায় ধরিয়া তাহার দাঁড়'ইল নারি স্রি ।
 'হয়েছে প্রমাণ, হয়েছে প্রমাণ' হাসিয়া সবাই কহে,
 'যে কথা রটেছে একটি বর্ণ বানানো কাহা'রো নহে ।'
 বাহতে বাহতে দাঁদিয়া কহিল নয়নে নয়নে চাহি,
 'আকাশে পাতালে মরতে আছি তো গোপন কিছুই নাহি ।'

কহিল হাসিয়া মালা হাতে লয়ে পাশাপাশি কাছাকাছি,
'ত্রিভুবন যদি ধরা পড়ি গেল তুমি আমি কোথা আছি।'

হায় কবি হায়, সে হতে প্রকৃতি হয়ে গেছে সাবধানী—
মাথাটি ঘেরিয়া বুকের উপরে আঁচল দিয়েছে টানি।
যত চলে আজ যত ঘুরে মরি জগতের পিছু-পিছু
কোনোদিন কোনো গোপন খবর নূতন মেলে না কিছু।
শুধু গুঞ্জে কুঞ্জে গঞ্জে সন্দেহ হয় মনে,
লুকানো কথার হাওয়া বহে যেন বন হতে উপবনে,
মনে হয়, যেন আলোতে ছায়াতে রয়েছে কী ভাব ভরা—
হায় কবি হায়, হাতে হাতে আর কিছুই পড়ে না ধরা।

উন্নতিলাক্ষণ

১

ওগো পুরবাসী, আমি পরবাসী
জগৎবাণীপারে অজ্ঞ,
তুমি তোমায়, এ পুরশালায়
আজি এ কিসের যজ্ঞ ।
সিংহদ্বারে পথের দু ধারে
রথের না দেখি অস্ত—
কার সম্মানে ভিড়েছে এখানে
যত উন্মীষবস্ত ?
বসেছেন ধীর অতিগম্ভীর
দেশের প্রবীণ বিজ্ঞ,
প্রবেশিয়া ঘরে সংকোচে ভয়ে
যদি আমি অনভিজ্ঞ ।
কোন্ শূরবীর জন্মভূমির
ঘুচালো হীনতাপদ ?
ভারতের তুচি যশশীকুচি
কে করিল অকলঙ্ক ?
রাজা মহারাজ মিলেছেন আজ
কাহারে করিতে দল্ল ?
বসেছেন এঁরা পূজ্যজনেরা
কাহার পূজার অল্ল ?

উত্তর

গেল যে সাহেব ভরি দুই স্বেদ
করিয়া উদরপূতি,
এঁরা বড়োলোক করিবেন শোক
স্থাপিয়া তাহারি মূর্তি ॥

অভাগা কে ওই মাগে নামসই,
ঘারে ঘারে ফিরে থিন্ন—
তবু উৎসাহে রচিবারে চাহে
কাহার স্মরণচিহ্ন ?
সফ্যাবেলায় ফিরে আসে হায়—
নয়ন অশ্রুসিক্ত,
হৃদয় ক্ষুণ্ণ, খাতাটি শূন্য,
থলি একেবারে রিক্ত ।
যাহার লাগিয়া ফিরিছে মাগিয়া
মুছি ললাটের ঘর্ম,
স্বদেশের কাছে কী সে করিয়াছে ?
কী অপরাধের কর্ম ?

উত্তর

আর কিছু নহে, পিতাপিতামহে
বসিয়ে গেছে সে উচ্ছে,
জন্মভূমিরে সাজিয়েছে ঘিরে
অমর পুষ্পগুচ্ছে ॥

দেবী দশভূজা, হবে তাঁরি পূজা,
 মিলিবে স্বজনবর্গ—
 হেথা এল কোথা দ্বিতীয় দেবতা,
 নূতন পূজার অগা ?
 কার সেবা-তরে আসিতেছে ঘরে
 আয়ুহীন মেসবংস ?
 নিবেদিতে পারে আনে ভারে ভারে
 বিপুল ভেটকি মংস ?
 কী আছে পারে যাহার গায়ে
 বসেছে তুষিত মক্ষী ?
 শলায় বিদ্ধ হতেছে শিখ
 মস্তনিষিদ্ধ পক্ষী ।
 দেবতার সেবা কী দেবতা এঁরা,
 পূজাভবনের পূজা—
 বাহাদুর পিছে পড়ে গেছে নীচে,
 দেবী হয়ে গেছে উষ ?

উত্তর

ম্যাকে, ম্যাকিনন, অ্যালেন, ভিলন
 দোকান ছাড়িয়া সন্ধ্যা
 সরবে গরবে পূজার পরবে
 তুলেছেন পাদপদ্ম ।

এসেছিল ঘারে পূজা দেখিবারে
দেবীর বিনীত ভক্ত—
কেন যায় ফিরে অবনতশিরে,
অবমানে আঁখি রক্ত ?
উৎসবশালা, জলে দীপমালা,
রবি চলে গেছে অস্তে—
কুতূহলীদলে কী বিধানবলে
বাধা পায় দারীহস্তে ?
ইহারা কি তবে অনাচারী হবে,
সমাজ হইতে ভিন্ন ?
পূজাদানধ্যানে ছেলেখেলা জানে
এরা মনে মানে ঘৃণা ?

উত্তর

না না, এরা সব ফিরিছে নীরবে
দীন প্রতিবেশীবৃন্দে—
সাহেব-সমাজ আসিবেন আজ,
এরা এলে হবে নিন্দে ॥

লোকটি কে ইনি ঘেন চিনি-চিনি,

বাড়ালি মুখেয় চন্দ—

ধরনে ধারণে অতি অকারণে

ইংরাজি-তবো গন্ধ ।

কালিয়া বরন, অঙ্গ পদন

কালো হাট কালো বৃত্তি —

কি নিছকেষ্টা বাড়ে অঙ্গ দেয়

কিছু মেন কড়ম্বিত ।

মুণ্ডিত পদা দেহ দেয়া নিলে কম

অতিমাত্র . অঙ্গ বরন,

কালো অঙ্গ পদ দেয় মঙ্গল

কালো অঙ্গ হাটম্বিত ।

কি ম কি মেন হাটম্বিত মঙ্গল

কি ম কি মেন হাটম্বিত মঙ্গল

কি মেন বি হাটম্বিত মঙ্গল মঙ্গল

কি মেন বি হাটম্বিত মঙ্গল

কি ম

কি মেন বি হাটম্বিত মঙ্গল মঙ্গল

কি মেন বি হাটম্বিত মঙ্গল মঙ্গল

কি মেন বি হাটম্বিত মঙ্গল মঙ্গল

কি মেন বি হাটম্বিত মঙ্গল

অমরাগভরে ঘুচাবার তরে
বঙ্গভূমির দুঃখ
এ সভা মহতী ; এর সভাপতি
সভ্যেরা দেশমুখ্য ।
এরা দেশহিতে চাহিছে সঁপিতে
আপন রক্তমাংস,
তবে এ সভাকে ছেড়ে কেন থাকে
এ দেশের অধিকাংশ ?
কেন দলে দলে দূরে যায় চ'লে,
বুঝে না নিজের ইষ্ট—
যদি কুতূহলে আসে সভাতলে
কেন বা নিদ্রাবিষ্ট ?
তবে কি ইহারা নিজ-দেশ-ছাড়া—
কুখিয়া রয়েছে কর্ণ
দৈবের বশে পাছে কানে পশে
শুভকথা এক বর্ণ ?

উত্তর

না না, এঁরা হন জনসাধারণ,
জানে দেশভাষামাত্র,
স্বদেশসভায় বসিবারে হায়
তাই অযোগ্য পাত্র ॥

বেশভূষা ঠিক যেন আধুনিক,

মুখ দাড়ি-সমাকীর্ণ,

কিন্তু বচন অতি পুরাতন,

ঘোরতর জরাজীর্ণ—

উচ্চ আসনে বসি একমনে

শৃঙ্খল মেলিয়া দৃষ্টি

তরুণ এ লোক লগ্নে মন্থনোৎসাহ

করিছে বচনবৃষ্টি ।

জলের সমান করিছে প্রমাণ—

কিছু নহে উৎকৃষ্ট

শালিবাড়নের পূর্ব সনের

পূর্বে যা নহে সৃষ্ট ।

শিশুকাল থেকে গেছেন কি পেকে

নিখিল পুরাণতত্ত্বে ?

বয়স নবীন করিছেন কীণ

প্রাচীন বেদের মধ্যে ?

আছেন কি তিনি লইয়া পাণিনি

পুঁথি লগ্নে কীটদষ্ট ?

বায়ুপুরাণের গুঁজি পাঠ-ফের

আয় করিছেন নষ্ট ?

প্রাচীনের প্রতি গভীর আস্থা,

বচনরচনে সিদ্ধ—

কহ তো মশায়, প্রাচীন ভাষায়
কতদূর রুতবিদ্য ?

উত্তর

ঝুপাঠ দুটি নিয়েছেন লুটি,
দু সর্গ রঘুবংশ,
মোক্ষমূলার হতে অধিকার
শাস্ত্রের বাকি অংশ ।

পণ্ডিত বীর, যুগুত শির,
প্রাচীনশাস্ত্রে শিক্ষা—
নবীন-সভায় নব্য উপায়ে
দিবেন ধর্মদীক্ষা ।
কহেন বোঝায়ে, কথাটি সোজা এ,
হিন্দুধর্ম সত্য—
মূলে আছে তাব কেমিষ্টি অর্থ
শুধু পদার্থতত্ত্ব ।
টিকিটা যে রাখা, ওতে আছে ঢাকা
ন্যায়েটিহ্ম-শক্তি,
তিলকরেণায় বৈজ্যত দাঘ
তাই ছেগে গঠে ভক্তি ।
সন্ধ্যাটি হলে প্রাণপণ বনে
বাজানে শঙ্খঘণ্টা

মখিত বাতাসে ভাঙিত-প্রকাশে

সচেতন হুয় মনটা ।

এম-এ কাক কাক শুনিছে অস্বাক

অপকুপ বৃত্তাৎ —

বিজ্ঞান-ভ্রমণ এমন ভীষণ

বিজ্ঞানে হুদাৎ ।

তবে যাকুরের পাড়া আছে । ১৫ —

অমৃত গাঢ়না-থৎ,

হেঁচম্‌হঁচ অত্রিধী ১৬,

কাদেছে লগৎ ১৭ ।

১৮

কিছু কাক । কিছু কাক । কিছু কাক ।

বিজ্ঞান কাক কাক —

কাক কাকনা কাক ১৯

কাকিছু কাক কাক

২০ ১

অশেষ

আবার আশ্বান ?

যত কিছু ছিল কাজ সাক্ষ তো করেছি আজ
দীর্ঘ দিনমান ।

জাগায়ে মাধবীবন চলে গেছে বহুক্ষণ
প্রভাস নবীন,
প্রথর পিপাসা হানি পুষ্পের শিশির টানি
গেছে মধ্যদিন ।

মাঠের পশ্চিমশেষে অপরাহ্ন স্নান হেসে
হল অবসান,
পরপারে উত্তরিতে পা দিয়েছি তরণীতে,
আবার আশ্বান ?

নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালস সোনার-আঁচল-খসা,
হাতে দীপশিখা —
দিনের কল্লোল 'পর টানি দিল ঝিল্লিস্বর
ঘন যবনিকা ।

ও পারের কালো কূলে কালী ঘনাইয়া তুলে
নিশার কালিমা,
গাঢ় সে তিমিরভলে চক্ষু কোথা ডুবে চলে
নাহি পার সীমা ।

নয়নপল্লব-'পরে
 স্বপ্ন ছড়াইয়া ধরে,
 খেমে যায় গান,
 ক্রান্তি টানে অন্ধ যম
 প্রিয়ার মিনতিসম,
 এখনো আহ্বান ?

রে মোহিনী, রে নিষ্ঠুরা,
 কঠোর স্বামিনী,
 দিন যোৱ দিগ্নু তোৱে, শেষে নিতে চাস হ'লে
 আমার স্বামিনী ?

জগতে সবান্নি আছে স'সারসৌম্যর কাছে
কোনোখানে শেষ,
কেন আসে মরছেদি সকল সমাপ্তি ভেদি
তোমার আদেশ ?

বিশ্বছোড়া অন্ধকার মকলেরি আপনাব
একেবারে স্থান,
কোথা হতে তারো মাঝে বিদ্যাতের মতো বাজে
তোমার আশ্রয় ?

দক্ষিণসমুদ্রপারে, তোমার প্রাণসম্ভারে
হে আগ্রহ বানী,
বাজে না কি সন্ধ্যাকালে শাস্ত্র সুরে প্রায় তালে
বৈরাগ্যের বাণী ?

সেখানে কি যুক বনে দুয়ার না পাখিগণে
আশার নাশায় ?

তারাগুলি হর্যাসিরে উঠে না কি ধীরে ধীরে
 নিঃশব্দ পাথায় ?
 লতাবিতানের তলে বিহায় না পুষ্পদলে
 নিভৃত শয়ান ?
 হে অশ্রান্ত শান্তিহীন, শেষ হয়ে গেল দিন,
 এখনো আস্থান ?

রহিল রহিল তবে— আমার আপন সনে,
 আমার নিরান্না,
 মোর সন্ধ্যাদীপালোক, পথ-চান্দা তট চোখ,
 বহু গোখা মালা ।
 পেয়া তরী বাক বয়ে গৃহ-ফেরা লোক লয়ে
 ও পানের গ্রামে,
 ভ্রমোদয় ক্ষীণ শশা দীপে পড়ে বাক খসি
 কটিবেব বামে ।
 বাহি মোর, ও স্থি মোর, বহিল স্বপ্নের হোর,
 স্নানিষ্ঠ নিদান—
 আমার চলিত ফিরে বহি গ্রাস্ত নত শিরে
 তোমার আস্থান ।

বলো তবে কী বাজাব, খুল দিয়ে কী মাছাব
 তব দ্বারে আজ—

রক্ত দিয়ে কী লিখিব, প্রাণ দিয়ে কী লিখিব,
কী করিব কাজ ?

যদি আঁখি পড়ে চলে, স্নেহ হস্ত যদি ভুলে
পূর্ব নিপুণতা,

বক্ষে নাহি পুঁই বল, চক্ষে যদি আসে জল,
কেধে যায় কথা—

চেয়ো নাকো ঘৃণাভরে, কোরো নাকো অনাদরে
মোরে অপমান—

মনে রেখো হে নিদয়ে, মেনেছিহু অসময়ে
তোমার আশ্রান ।

সেবক আমার মতো রয়েছে সহস্রশত
তোমার দুয়ারে—

তাহারা পেয়েছে ছুটি, ঘুমায়ে সকলে ছুটি
পথের দু ধারে ।

তুধু আমি তোরে সেবি বিদায় পাঠ নে দেবী,
ডাক' গণে কণে—

বেছে নিলে আমারেই, তুচ্ছ সৌভাগ্য সেট
বহি প্রাণপণে ।

সেই গর্বে ভাগি দ্বব সারা রাত্রি ঘরে তব
অনিদ্র-নয়ান,

সেই গর্বে কণ্ঠে মম বহি বরমাল্যসম
তোমার আশ্রান ।

হবে, হবে, হবে জয়, হে দেবী, করি নে ভয়,
হব আমি জয়ী ।

তোমার আহ্বানবাণী সফল করিব রানী,
হে মহিমাময়ী ।

কাঁপিবে না ক্লাস্ত কর, ভাঙিবে না কণ্ঠস্বর,
টুটিবে না বীণা—

নবীন প্রভাত-লাগি দীর্ঘ রাত্রি রব জাগি,
দীপ নিবিবে না ।

কর্মভার নব প্রাতে নব সেবকের হাতে
করি যাব দান,

মোর শেষ কণ্ঠস্বরে যাইব ঘোষণা করে
তোমার আহ্বান ।

বিদায়

কমা করো, দৈয় ধরা,
লটক সুন্দরতর

বিদায়ের জগ ।

মৃত্যু নয়, ক্ষয় নয়,
নহে বিচ্ছেদের ভয়,

তুমি সন্মাপন ।

তুমি সুখ হতে স্মৃতি,
তুমি ব্যথা হতে গীতি,

তরী হতে তীর—

খেলা হতে খেলাঙ্গানি,
বাসনা হতে শাসনি,

নভ হতে নীড় ।

নিম্নাঙ্কুর নয় কর

পঙ্কজ মাথার 'পর,

অগ্নি-পরে দুয়—

হৃদয়ের পত্রপুটে

গোপনে উঠুক কুটে

নিশার কুসুম ।

আরতির শঙ্খরবে
নামিয়া আনুক তবে
পূর্ণ পরিণাম—
হাসি নয়, অশ্রু নয়,
উদার বৈরাগ্যময়
বিশাল বিশ্বাম ।

প্রভাতে যে পাখি সবে
গেয়েছিল কলরবে
থামুক এখন ।
প্রভাতে যে ফুলগুলি
জেগেছিল মুখ তুলি
মুছুক নয়ন ।
প্রভাতে যে বায়ুদল
ফিরেছিল সচঞ্চল
যাক থেমে যাক ।
নীরবে উদয় হোক
অসীম নক্ষত্রলোক
পরমনির্বাক ।

হে মহানন্দর শেষ,
হে বিদায় অনিমেষ,
হে সৌম্য বিষাদ—

କଂଗେକ ନୀଢ଼ାଓ ହିର,
ସୁହାସେ ନୟନନୀର

କରୋ ଆନୀବାଦ ।

କଂଗେକ ନୀଢ଼ାଓ ହିର,
ପଦତଳେ ନୟି ନିର

ତବ ଯାତ୍ରାପଥେ—

ନିଷ୍କମ୍ପ ପ୍ରୀତିପ ଧରି
ନିଃଶଙ୍କେ ଆରତି କର
ନିରୁକ୍ତ ଜଗତେ ।

୧୦ ଚୈତ୍ର ୧୯୦୩

বর্ষশেষ

১৩০৫ সালে ৩০শে চৈত্র ঋতুর দিনে রচিত

ঈশানের পুঞ্জমেঘ অন্ধ বেগে ধেয়ে চলে আসে

বাধাবন্ধহারা

গ্রামান্তের বেগুকুণ্ডে নীলাঙ্কনছায়া সঞ্চারিয়া,

হানি দীর্ঘধারা।

বর্ষ হয়ে আসে শেষ, দিন হয়ে এল সমাপন,

চৈত্র অবসান—

গাহিতে চাহিছে হিয়া পুরাতন ক্লান্ত বরষের

সর্বশেষ গান।

ধূসরপাংশুল মাঠ, ধেমুগণ ধায় উর্ধ্বমুখে,

ছুটে চলে চাষি,

তুরিতে নামায় পাল নদীপথে ত্রস্ত তরী যত

তীরপ্রান্তে আসি।

পশ্চিমে বিচ্ছিন্ন মেঘে সায়াহ্নের পিঙ্গল আভাস

রাডাইছে আধি—

বিদ্বাং-বিদীর্ণ শূন্তে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলে যায়

উৎকণ্ঠিত পাখি।

বীণাতন্ত্রে হানো হানো ধ্বতন স্বংকারস্বধ্বনা,

তোলো উচ্চ সুর,

হৃদয় নির্দয় ঘাতে স্বর্গবিষা স্বর্গবিষা পড়ুক

প্রবল প্রচুর ।

ধাও গান, প্রাণ-ভরা স্বপ্নের মতন উল্লসবেগে

অনন্ত আকাশে ।

উড়ে যাক, দূরে যাক বিবর্ণ বিশীর্ণ জীর্ণ পাতা

বিপুল নিশ্বাসে ।

আনন্দে আতঙ্কে মিশি, ক্রন্দনে উল্লাসে গরজিয়া,

মত্ত হাহারবে

কঙ্কার মর্জীর নানি উন্মাদিনী কালবৈশাখীর

নৃত্য হোক তবে ।

ছন্দে ছন্দে পদে পদে অকালের আবহ-আঘাতে

উড়ে হোক ক্ষয়

মূল্যহীন ভূমিসম পুরাতন বসন্তের দহ

নিফল মঞ্চ ।

মুক্ত করি দিখু দ্বার ; আকাশের দহ দৃষ্টিকণ্ড,

আয় নোর দুকে—

শব্দে মতন তুলি, একটি সুংকার হানি নাও

হৃদয়ের মুখে ।

বিদ্রয়গর্জনস্বনে অত্র ভেদ করিয়া উঠুক
মঙ্গলনির্ঘোষ,
জাগায়ে জাগ্রত চিত্তে মুনিসম উলঙ্গ নির্মল
কঠিন সন্তোষ ।

সে পূর্ণ উদাস্ত ধ্বনি বেদগাথা সাময়িক -সম
সরল গভীর
সমস্ত অস্তর হতে মুহূর্তে অখণ্ড মূর্তি ধরি
হউক বাহির ।
নাহি তাহে দুঃখ সুখ, পুরাতন তাপ পরিতাপ,
কম্প লজ্জা ভয়—
শুধু তাহা সত্যসত্য ঋতু শুভ্র মুক্ত জীবনের
জয়ধ্বনিময় ।

হে নূতন, এসো তুমি সম্পূর্ণ গগন পূর্ণ করি
পুষ্প পুষ্প রূপে—
ব্যাপ্ত করি', লুপ্ত করি', স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে
ঘনঘোরস্তূপে ।
কোথা হতে আচম্বিতে মুহূর্তেকে দিক্ দিগন্তর
করি অস্তরাল
স্নিগ্ধ কৃষ্ণ ভয়ংকর তোমার সঘন অন্ধকারে
রহো ক্ষণকাল ।

তোমার ইন্দ্ৰিত যেন ঘনগূঢ় ক্রকটিক তলে
 বিহ্বাতে প্রকাশে,
 তোমার সংগীত যেন গগনের শত ছিন্নমুখে
 বায়ুগঞ্জে আসে,
 তোমার বসন যেন পিপাসারে তীব্র তীব্র বেগে
 বিকর করি হানে—
 তোমার প্রশান্তি যেন সুপ্ত জাম ন্যাপ সুগন্ধীর
 স্তব্ধ রাশি আনে ।

এবার আস নি তুমি বসন্তের আবেশহিলোলে
 পুষ্পদল চুমি,
 এবার আস নি তুমি মদরিত কঙ্কনে গুঞ্জে—
 দল দল তুমি ।
 নদচক্র ঘদরিয়া এসেছে বিজয়ীরাঙ্গন
 গবিত নিঃশব্দ—
 বজ্রমগ্নে কী ঘোষিলে বুঝিলাম নাহি বুঝিলাম—
 ছয় হব ছয় ।

হে দুর্লভ, হে নিশ্চিত, হে নতুন, নিঃসর নতুন,
 সন্তত প্রবল,
 জীব পুষ্পদল দখা ধামে প্রাণ করি চতুর্দিকে
 বাহিরাত ফল

পুরাতন পৰ্ণপুট দীৰ্ঘ করি বিকীৰ্ণ করিয়া
অপূৰ্ব আকারে
তেমনি সবলে তুমি পরিপূৰ্ণ হয়েছ প্রকাশ—
প্রণমি তোমাৰে ।

তোমাৰে প্রণমি আমি, হে ভীষণ, সূক্ষ্ম শ্যামল,
অক্লান্ত অগ্নান' !
সন্তোজাত মহাবীৰ, কী এনেছ করিয়া বহন
কিছু নাহি জ্ঞান ।
উড়েছে তোমার ধ্বজা মেঘরঞ্জিত তপনের
জলদর্চিরেখা —
করছোড়ে চেয়ে আছি উৰ্দ্ধমুখে, পড়িতে জানি না
কী তাহাতে লেখা ।

হে কুমার, হাস্যমুখে তোমার ধনুকে দাও টান
ঝনন-ঝনন,
বক্ষের পঙ্কর ভেদি অন্তরেতে হৃদয় কম্পিত
সুতীর স্বনন ।
হে কিশোর, তুলে লও তোমার উদার জয়ভেরী,
করহ আহ্বান—
আমরা দাঁড়াব উঠি, আমরা ছুটিয়া বাহিরিব,
অপিব পরান ।

চাব না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন,
 হেবিব না নিক,
 গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার,
 উন্মাদ পথিক ।
 মূর্ত্তে করিব পান মৃত্যুর কেনিল উন্মত্ততা
 উপকণ্ঠ ভরি
 শিশ্ন শীর্ণ জীবনের শত লক্ষ দিকার লাক্ষনা
 উৎসজ্ঞন করি ।

শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণদারপের মানি,
 শরমের ডালি,
 নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুণ্ণলিখা স্তিমিত দীপের
 ধূমাক্তিত কালী,
 লাভক্ষতি-টানাটানি, অতিশয় ভয়-অংশ ভাগ,
 কলহ সংশয় -
 সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি
 নড়ে নড়ে ক্ষয় ।

যে পথে অনন্ত লোক চলিয়াছে ভীষণ নীরবে
 সে পদপ্রান্তের
 এক পাশে রাখা মোরে, নিরবির দিরাট স্বরূপ
 দুগবুগান্তের ।

শ্রেনসম অকস্মাৎ ছিন্ন ক'রে উর্ধ্ব লয়ে যাও
পঙ্ককুণ্ড হতে,
মহান্ মৃত্যুর সাথে মুখামুখি করে দাও মোরে
বজ্রের আলোতে ।

তার পরে ফেলে দাও, চূর্ণ করো, যাহা ইচ্ছা তব,
ভগ্ন করো পাখা—
যেখানে নিক্ষেপ কর হৃত পত্র, চ্যুত পুষ্পদল,
ছিন্নভিন্ন শাখা,
ক্ষণিক খেলনা তব, দয়াহীন তব দস্তুতার
লুপ্তনাবশেষ—
সেথা মোরে ফেলে দিয়ো অনন্ততমিস্র সেই
বিস্মৃতির দেশ ।

নবাকুর ইক্ষুবনে এখনো ঝরিছে বৃষ্টিধারা
বিশ্রামবিহীন,
মেঘের অন্তরপথে অন্ধকার হতে অন্ধকারে
চলে গেল দিন ।
শাস্ত ঝড়ে, ঝিল্লিরবে, ধরণীর স্নিগ্ধ গন্ধোচ্ছ্বাসে,
মুক্ত বাতায়নে
বৎসরের শেষ গান সাক্ষ করি দিহু অঙ্কলিয়া
নিশীথগগনে ।

ঝড়ের দিনে

আজি এই আকুল আশ্বিনে,
মেঘে-ঢাকা ছরসু ছদিনে,
হেমন্ত-ধানের খেতে বাতাস উঠেছে যেতে,
কেমনে চলিবে পথ চিনে—
আজি এই ছরসু ছদিনে ?
দেখিছ না শুগো সাহসিকা,
ঝিকিঝিকি বিদ্রোহের শিখা ।
মনে ভেবে দেখো তবে— এ ঝড়ে কি ধান ধরে
কবরীর শেফালিমালিকা ?
ভেবে দেখো শুগো সাহসিকা ।

আজিকার এমন কল্লায়
নুপুর বাজে কি কেহ পায় ?
যদি আজি বৃষ্টিফল দুয়ে দেয় নীলাকল
গ্রামপথে ধাবে কী লজ্জায়—
আজিকার এমন কল্লায় ?
হে উত্তলা, শোনো কথা শোনো—
তুমার কি খোলা আছে কোনো ?
এ বাঁকা পথের শেনে মাঠ দেখা মেঘে নেনে
বসে কেহ আছে কি এখনো
এ দুর্গোগে— শোনো শুগো শোনো ।

আজ যদি দীপ জ্বালে দ্বারে
নিবে কি যাবে না বারে বারে ?
আজ যদি বাজে বাঁশি গান কি যাবে না ভাসি
আশ্বিনের অসীম আধারে—
ঝড়ের ঝাপটে বারে বারে ?

মেঘ যদি ডাকে 'গুরুগুরু,
নৃত্য-মাঝে কেঁপে ওঠে উরু,
কাহারে করিবে রোষ, কার 'পরে দিবে দোষ—
বন্ধ যদি করে ছুরুছুরু—
মেঘ ডেকে ওঠে গুরুগুরু ?

যাবে যদি, মনে ছিল না কি—
আমারে নিলে না কেন ডাকি ?
আমি তো পথেরি ধারে বসিয়া ঘরের দ্বারে
আনমনে ছিলাম একাকী ।
আমারে নিলে না কেন ডাকি ?

কখন প্রহর গেছে বাজি,
কোনো কাজ নাহি ছিল আজি ।
ঘরে আসে নাই কেহ, সারা দিন শূন্য গেহ,
বিলাপ করেছে তরুরাজি ।
কোনো কাজ নাহি ছিল আজি ।

যত বেগে গরজিত ক'ড,
 যত মেঘে ছাইত অধর,
 রাত্রে অন্ধকারে যত পথ অন্ধরান হত
 আমি নাহি করিতাম চর—
 যত বেগে গরজিত ক'ড ।

বিদ্রাভের চমকানি-কালে
 এ বক্ষ নাচিত তালে তালে ।
 উত্তরী উড়িত মম উঃখ পাখার সম,
 মিশে যেত আকাশে পাতালে —
 বিদ্রাভের চমকানি কালে ।

তোমায় আনায় কেন্দর
 সে দ্বারা হইত ভয়ংকর ।
 তোমার নৃপুত্র আছি প্রসন্ন উড়িত ব'তি,
 বিফলি হানিত ছাঁসি 'পর—
 দ্বারা হত মন্ত ভয়ংকর ।

কেন আছি যাদু একাকিনী ?
 কেন পায়ে দাঁপেছি কিছলি ?
 এ দুর্দিনে কী কারণে পড়িল তোমার মনে
 বসন্তের বিদ্বত কাহিনী ?
 কোথা আছি যাদু একাকিনী ?

অসময়

হয়েছে কি তবে সিংহদুয়ার বন্ধ রে ?

এখনো সময় আছে কি, সময় আছে কি ?

দূরে কলরব ধ্বনিছে মন্দ মন্দ রে —

ফুরালো কি পথ ? এসেছি পুরীর কাছে কি ?

মনে হয়, সেই সুদূর মধুর গন্ধ রে

রহি রহি যেন ভাসিয়া আসিছে বাতাসে ।

বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি—

এখন বক্ষ্যা সক্ষ্যা আসিল আকাশে ।

ওই কি প্রদীপ দেখা যায় পুরমন্দিরে ?

ও যে ছুটি তারা দূর পশ্চিমগগনে ।

ও কি শিজিত ধ্বনিছে কনকমঞ্জীরে ?

ঝিল্লির রব বাজে বনপথে সঘনে ।

মরীচিকালেখা দিগন্তপথ রঞ্জি রে

সারা দিন আজি ছলনা করেছে হতাশে ।

বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি—

এখন বক্ষ্যা সক্ষ্যা আসিল আকাশে ।

এত দিনে সেথা বনবনাস্ত নন্দিয়া

নববসন্তে এসেছে নবীন ভূপতি ।

তরুণ আশার সোনার প্রতিমা বন্দিয়া
 নব আনন্দে ফিরিছে যুবক যুবতী ।
 বীণার তন্ত্রী আকুল ছন্দে ক্রন্দিয়া
 ডাকিছে সবারে আছে যারা দূর প্রবাসে ।
 বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি—
 এখন বক্ষ্যা সক্ষ্যা আসিল আকাশে ।

আজিকে সবাই সাক্ষিয়াছে কুলচন্দনে,
 মুক্ত আকাশে যাপিবে জ্যোৎস্নামিনি ।
 দলে দলে চলে, বাঁদাবাদি বাহুবন্ধনে—
 ধ্বনিছে শৃঙ্গে জয়সংগীতরাগিণী ।
 নতন পতাকা নতন প্রাসাদপ্রাঙ্গণে
 দক্ষিণবাসে উদ্ভিছে বিজয়বিলম্বসে ।
 বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি—
 এখন বক্ষ্যা সক্ষ্যা আসিল আকাশে ।

সারা নিশি ধরে বৃথা করিলাম মঙ্গলা,
 শরৎ-প্রভাত কাটিল শৃঙ্গে চাহিয়া ।
 বিদায়ের কালে দিতে গেতু কানে সাধনা,
 যাত্রীরা হোথা গেল খেয়াতরী বাহিয়া ।
 আপনারে শুধু বৃথা করিলাম বন্ধনা,
 জীবন-আভূতি দিলাম কী আশা-ভ্রমণে ।
 বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি—
 এখন বক্ষ্যা সক্ষ্যা আসিল আকাশে ।

প্রভাতে আমায় ডেকেছিল সবে ইন্দিতে,
বহুজন-মাঝে লয়েছিল মোরে বাছিয়া—
যবে রাজপথ ধ্বনিয়া উঠিল সংগীতে
তখনো বারেক উঠেছিল প্রাণ নাচিয়া ।
এখন কি আর পারিব প্রাচীর লঙ্ঘিতে—
দাঁড়ায়ে বাহিরে ডাকিব কাহারে বৃথা সে
বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি—
এখন বক্ষ্যা সক্ষ্যা আসিল আকাশে ।

তবু একদিন এই আশাহীন পন্থে রে
অতি দূরে দূরে ঘুরে ঘুরে শেষে ফুরাবে ।
দীর্ঘ ভ্রমণ এক দিন হবে অন্ত রে,
শান্তিসমীর শান্ত শরীর জুড়াবে ।
দুয়ারপ্রান্তে দাঁড়ায়ে বাহির-প্রান্তরে
ভেরী বাজাইব মোর প্রাণপণ প্রয়াসে ।
বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি—
এখন বক্ষ্যা সক্ষ্যা আসিছে আকাশে ।

বসন্ত

অযুত বসন্তর আগে হে বসন্ত, প্রথম ফাঙ্কনে,

মত্ত কুতূহলী,

প্রথম যেদিন খুলি নন্দনের দক্ষিণদ্বার

মর্তে এলে চলি,

অকস্মাৎ দাঁড়াইলে মানবের কুটিরপ্রাঙ্গণে

পীতাম্বর পরি,

উতলা উডরী হতে উড়াইয়া উন্মাদ পদনে

মন্দারমঞ্জরী,

দলে দলে নরনারী ছুটে এল গৃহদ্বার খুলি

লয়ে বীণাবেশ—

মাতিয়া পাগল নৃত্যে হাদিয়া করিল হানাহানি

ছুঁড়ি পুষ্পবেশ ।

সখা, সেই অতিদূর সজোজাত আদিমধুমাসে

তরুণ ধরায়

এনেছিলে বে কুসুম ডুবাইয়া তপ্ত কিরণের

অম্মিদিরায়

সেই পুরাতন সেই চিরস্থল অনন্ত প্রবীণ

নব পুষ্পরাশি

বর্ষে বর্ষে আনিয়াছ, তাই লয়ে আছো পুনবার
সাজাইলে সাজি ।

তাই সেই পুষ্পে লিখা জগতের প্রাচীন দিনের
বিস্মৃত বারতা,
তাই তার গন্ধে ভাসে ক্লান্ত লুপ্ত লোকলোকান্তের
কান্ত মধুরতা ।

তাই আজি প্রস্ফুটিত নিবিড় নিকুঞ্জবন হতে
উঠিছে উচ্ছ্বাসি
লক্ষ দিনযামিনীর যৌবনের বিচিত্র বেদনা,
অশ্রু গান হাসি ।

যে মালা গেঁথেছি আজি তোমারে মণিতে উপহার
তারি দলে দলে
নামহারা নায়িকার পুরাতন আকাঙ্ক্ষাকাহিনী
আঁকা অশ্রুজলে ।

সযত্ন-সেচন-সিক্ত নবোন্মুক্ত এই গোলাপের
রক্ত পত্রপুটে
কল্পিত কুণ্ঠিত কত অগণ্য চুস্মন-ইতিহাস
রহিয়াছে ফুটে ।

আমার বসন্তরাতে চারি চক্রে জ্বগে উঠেছিল
যে কয়টি কথা
তোমার কুসুমগুলি, হে বসন্ত, সে গুপ্ত সংবাদ
নিয়ে গেল কোথা !

সে চম্পক, সে বকুল, সে চঞ্চল চকিত চামেলি
 স্থিত শুভ্রমুখী,
 তরুণী রজনীগন্ধা আগ্রহে উৎসুক-উষমিতা
 একান্তকোতুকী—
 কয়েক বসন্তে তারা আমার যৌবনকাব্যগাথা
 লয়েছিল পড়ি,
 কণ্ঠে কণ্ঠে থাকি তারা শুনেছিল ছুটি একোমাক্ষে
 বাসনা-বাণরি ।

বার্থ জীবনের সেট কয়খানি পরম অধ্যায়
 গুণো মধুমাস,
 তোমার কুসুমগন্ধে বর্ষে বর্ষে শব্দে ফলে ফলে
 হইবে প্রকাশ ।
 বকুলে চম্পকে তারা গাথা হয়ে নিত্য যাবে চলি
 যুগে যুগান্তরে,
 বসন্তে বসন্তে তারা কুঞ্জে কুঞ্জে উঠিবে আকুলি
 কুলকলসরে ।
 অমর বেদনা মোর হে বসন্ত, বহি গেল তব
 মর্মরনিশ্বাসে,
 উদ্ভূত যৌবনমোহ বক্ররোপে রহিল রঞ্জিত
 চৈতন্যসম্মাকাশে ।

ভগ্ন মন্দির

ভাঙা দেউলের দেবতা,
তব বন্দনা রচিতে, ছিন্না
বীণার তন্ত্রী বিরতা ।
সর্ক্যাগগনে ঘোষে না শঙ্খ
তোমার আরতি-বারতা ।
তব মন্দির স্থিরগন্তীর,
ভাঙা দেউলের দেবতা !

তব জনহীন ভবনে
থেকে থেকে আসে ব্যাকুল গন্ধ
নববসন্তপবনে ।
যে ফুলে রচে নি পূজার অর্ঘ্য,
রাখে নি ও রাঙা চরণে,
সে ফুল ফোটার আসে সমাচার
জনহীন ভাঙা ভবনে ।

পূজাহীন তব পূজারি
কোথা সারা দিন ফিরে উদাসীন
কার প্রসাদের ভিখারি !

গোধূলিবেলায় বনের ছায়ায়
চির-উপবাস-ভুখারি
ভাড়া মন্দিরে আসে ফিরে ফিরে
পূজাহীন তব পূজারি ।

ভাড়া দেউলের দেবতা,
কত উৎসব হইল নীরব,
কত পূজানিগা বিগতা !
কত বিজয়ায় নবীন প্রতিমা
কত দায় কত কব তা—
তধু চিরদিন থাকে সেবাহীন
ভাড়া দেউলের দেবতা

বৈশাখ

হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ,
ধুলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল,
তপঃক্লিষ্ট তপ্ত তনু, মুখে তুলি বিষাগ ভয়াল
কায়ে দাও ডাক—
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ !

ছায়ামূর্তি যত অনুচর
দক্ষতায় দিগন্তের কোন্ ছিদ্র হতে ছুটে আসে !
কী ভীষ্ম অদৃশ্য নৃত্যে মাতি উঠে মদ্যাহ্ন-আকাশে
নিঃশব্দ প্রথর—
ছায়ামূর্তি তব অনুচর !

মত্তশ্রমে বসিছে হতাশ,
রহি রহি দহি দহি উগ্রবেগে উঠিছে ঘুরিয়া,
আবতিয়া তৃণপর্ণ, ঘূর্ণচ্ছন্দে শূন্যে আলোড়িয়া
চূর্ণ রেগুরাশ—
মত্তশ্রমে বসিছে হতাশ ।

দীপ্‌চক্ষু হে শীর্ণ সন্ন্যাসী,
 পদ্মাসনে ব'স আসি বরুনেত্র তুলিছা ললাটে,
 শুকজল নদী-তীরে শস্তশূন্য তৃষাদীর্ণ মাঠে
 উদাসী প্রবাসী—
 দীপ্‌চক্ষু হে শীর্ণ সন্ন্যাসী ।

জলিতছে সম্মুখে তোমার
 লোলুপ চিত্তাগ্নিশিখা লেহি লেহি বিরাট অধর,
 নিখিলের পরিত্যক্ত মৃতশু প বিগত বংশর
 করি ভ্রমসার—
 চিত্তা জলে সম্মুখে তোমার ।

হে বৈরাগী, করো শাস্তিপাঠ ।
 উদার উদাস কর্তৃ যাক ছুটে দক্ষিণে ও বামে,
 বাক নদী পার হই, যাক চলি গ্রাম হতে গ্রামে,
 পূর্ণ করি মাঠ—
 হে বৈরাগী, করো শাস্তিপাঠ ।

স্কন্ধে তব মন-মাংস
 মর্জভেদী দহ তপ দিগ্‌দ্রিষ্টা যাক দিগ্‌পথে
 ক্রান্ত কপোতের কর্ণে, কীর্ণ জাকুলীর শ্রান্ত বনে,
 অশ্রুপাচায়াতে—
 স্কন্ধে তব মন-মাংস ।

হুঃখ সূখ আশা ও নৈরাশ
তোমার ফুৎকার শূক্ক ধূলা-সম উডুক গগনে,
ভ'রে দিক নিকুঞ্জের স্থলিত ফুলের গন্ধ-সনে
আকুল আকাশ—
হুঃখ সূখ আশা ও নৈরাশ ।

তোমার গেরুয়া বস্ত্রাঞ্চল
দাও পাতি নভস্তলে, বিশাল বৈরাগ্যে আবরিয়া
জরা মৃত্যু ক্ষুধা তৃষ্ণা, লক্ষকোটি নরনারী-হিয়া
চিন্তায় বিকল—
দাও পাতি গেরুয়া অঞ্চল ।

ছাড়ো ডাক, হে রুদ্র বৈশাখ !
ভাঙিয়া মধ্যাহ্নতন্দ্রা জাগি উঠি বাহিরিব দ্বারে,
চেয়ে রব প্রাণীশূন্য দক্ষতৃণ দিগন্তের পারে
নিশ্চক্ক নির্বাক—
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ !

রাত্রি

মোরে করো সভাকবি ধ্যানমৌন তোমার সভায়

হে শব্দরী, হে অবগুষ্ঠিতা ।

তোমার আকাশ জুড়ি যুগে যুগে জ্বলিছে যাত্রারা

বিরচিত তাহাদের গীতা ।

তোমার তিমিরতলে যে বিপুল নিঃশব্দ উন্মোহ

অমিত্যেছে ক্ষণতে ক্ষণতে

আমারে তুলিয়া লও সেই তার দ্বন্দ্বচক্ৰটীন

নীলবর্ণের মহারণে ।

তুমি একেশ্বরী রানী বিশ্বের অমর-অমরপুত্র

স্বগম্ভীরা হে জামাতুলন্দরী !

দিবসের ক্ষয়ক্ষীণ বিরাত ভাঙারে প্রবেশিয়া

নীলবে রাখিছ ভাঙ ভরি ।

নক্ষত্র-রতন-দীপ্ত নীলকান্ত স্তম্ভিসিঁহাসনে

তোমার মহান্ জাগরণ ।

আমারে জাগানে রাখো মে নিরুদ্ধ জাগরণ-ভঙ্গে

নিনিমেষ পূর্ণসংহতন ।

কত নিদ্রাহীন চকু যুগে যুগে তোমার আদারে

খুঁজেছিল প্রহের উত্তর ।

তোমার নির্বাক মুখে একদৃষ্টে চেয়েছিল বসি
কত ভক্ত জুড়ি দুই কর ।
দিবস মুদিলে চক্ষু, ধীরপদে কোতূহলী-দল
অঙ্গনে পশিয়া সাবধানে
তব দীপহীন কক্ষে সুখদুঃখ-জন্মমরণের
ফিরিয়াছে গোপন সন্ধানে ।

স্তুতিত তমিস্রপুঞ্জ কম্পিত করিয়া অকস্মাৎ
অর্ধরাত্রে উঠেছে উচ্ছ্বাসি
সদ্যক্ষুট ব্রহ্মমগ্ন আনন্দিত ঋষিকণ্ঠ হতে
আন্দোলিয়া ঘন তন্দ্রারশি ।
পীড়িত ভুবন লাগি মহাযোগী করুণাকাতর,
চকিতে বিদ্যুৎরেণাবৎ
তোমার নিখিললুপ্ত অঙ্ককারে দাঁড়ায়ে একাকী
দেখেছে বিশ্বের মুক্তিপথ ।

জগতের সেই-সব যামিনীর জাগরুকদল
সঙ্গীহীন তব সভাসদ
কে কোথা বসিয়া আছে আজি রাত্রে ধরণীর মাঝে
গণিতেছে গোপন সম্পদ—
কেহ পারে নাহি জানে, আপনার স্বতন্ত্র আসনে
আসীন স্বাধীন স্তব্ধছবি—
হে শর্বরী, সেই তব বাক্যহীন জাগ্রত সভায়
মোরে করি দাও সভাকবি

অনবচ্ছিন্ন আমি

আজি মগ্ন হয়েছি শু ব্রহ্মাণ্ড-মাঝারে,
যখন মেলি শু আমি হেরি শু আমারে ।
ধরণীর বস্মাকল দেখিলাম তুলি,
আমার নাড়ীর কম্পে কম্পমান ধূলি ।
অনন্ত আকাশতলে দেখিলাম নামি,
আলোক-দোলায় বসি ছলিতেছি আমি ।
আজি গিয়েছি শু চলি মৃত্যুপথপারে,
সেথা বৃদ্ধ পুরাতন হেরি শু আমারে ।
অবিচ্ছিন্ন আপনারে নিরখি তুবনে
শিহরি উঠি শু কাঁপি আপনার মনে ।
ভলে স্থলে শূণ্যে আমি যত দূরে চাই
আপনারে হারাবার নাই কোনো ঠাই ।
জলস্থল দূর করি ব্রহ্ম অমৃত্যুমৌ,
হেরিলাম তাঁর মাহেশ সম্পন্ন আমি ।

জন্মদিনের গান

বেহাগ । চৌতাল

ভয় হতে তব অভয়-মাঝারে
নূতন জন্ম দাও হে !
দীনতা হইতে অক্ষয় ধনে,
সংশয় হতে সত্যসদনে,
জড়তা হইতে নবীন জীবনে
নূতন জন্ম দাও হে !

আমার ইচ্ছা হইতে হে প্রভু,
তোমার ইচ্ছা-মাঝে,
আমার স্বার্থ হইতে হে প্রভু,
তব মঙ্গল-কাজে—
অনেক হইতে একের ডোরে,
সুখদুখ হতে শান্তিকোড়ে,
আমা হতে নাথ, তোমাতে মোরে
নূতন জন্ম দাও হে !

পূর্ণকাম

কীভন

সংসারে মন দিযেছিহু, তুমি
আপনি সে মন নিয়েছ !
সুখ ব'লে দুখ চেযেছিহু, তুমি
দুখ ব'লে সুখ দিযেছ !
হৃদয় খাটার শতখানে ছিল
শত স্বার্থের সাধনে
তাহারে কেমনে কুড়ারে আনিবে,
বাধিলে ভক্তিবাধনে ।
সুখ সুখ ক'রে ঘারে ঘারে যোরে
কত দিকে কত পৌঁছালে ।
তুমি যে আমার কত আপনার
এবার সে কথা বোঝালে ।
করুণা তোমার কোন্ পথ দিযে
কোথা নিয়ে যায় কাহারে !
সহসা দেখিহু নয়ন মেলিযে
এনেছ তোমারি দুয়ারে !

পরিণাম

ভৈরবী । ঝাঁপতাল

জানি হে, যবে প্রভাত হবে, তোমার রূপা-তরুণী
লইবে মোরে ভব-সাগর-কিনারে ।
করি না ভয়, তোমারি জয় গাহিয়া যাব চলিয়া,
দাঁডাব আমি তব অমৃত-দুয়ারে ।
জানি হে, তুমি যুগে যুগে তোমার বাহু ঘেরিয়া
রেখেছ মোরে তব অসীম ভুবনে ।
জনম মোরে দিয়েছ তুমি আলোক হতে আলোকে,
জীবন হতে নিয়েছ নব জীবনে ।
জানি হে নাথ, পুণ্যপাপে হৃদয় মোর সতত
শয়ান আছে তব নয়ান-সমুখে ।
আমার হাতে তোমার হাত রয়েছে দিনরজনী
সকল পথে বিপথে স্নেহে অস্নেহে ।
জানি হে জানি, জীবন মম বিফল কভু হবে না,
দিবে না ফেলি বিনাশ-ভয়-পাথারে—
এমন দিন আসিবে যবে করুণাভরে আপনি
ফুলের মতো তুলিয়া লবে তাহারে ।

গ্রন্থপরিচয়

কবি ষষ্ঠীন্দ্রমোহন বাগচী, শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম, শ্রীযুক্ত সমীরচন্দ্র মজুমদার, ইহাদের সৌজন্যে কল্পনার অনেকগুলি কবিতার পাণ্ডুলিপি দেখিবার সুযোগ পাওয়া গিয়াছে, এবং দুই-সকল পাণ্ডুলিপি মিলাট্‌য়া কল্পনার নূতন সংস্করণে অনেক কবিতা-রচনার স্থানকাল নির্দেশ করা বা তৎসম্পর্কিত দু-একটি ভ্রম সংশোধন করা সম্ভব হইয়াছে।

‘ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ’ কবিতাটি কল্পনা হইতে বাদ পড়িয়াছিল। উহা নূতন সংস্করণে পুনঃসম্মিলিত হইল।

‘আমার ধর্ম’ প্রবন্ধে ‘অশেষ’ ও ‘বর্ষশেষ’ কবিতা-প্রদর্শনে বসীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

এর [‘এবার ফিরাও মোরে’ কবিতা-রচনার] পর থেকে দিবাচরিত্রের সঙ্গে মানবচিত্রের ঘাত-প্রতিঘাতের কথা কণে কণে আমার কবিতার মধ্যে দেখা দিতে লাগল। দুইয়ের এই সংঘাত যে কেবল আত্মতত্ত্বের, কেবল মাদুর্যের, তা নয়। অশেষের দিক থেকে যে আত্মতত্ত্ব এসে পৌঁছয় সে তো বাণীর ললিত সুরে নয়।... এ আত্মতত্ত্ব এ তো শক্তিকেই আত্মতত্ত্ব, কর্মক্ষেত্রেই এর ডাক; বসন্তোৎসবের নৃত্যকাননে নয়।...

এমনি করে ক্রমে ক্রমে জীবনের মধ্যে ধর্মকে স্পষ্ট করে খোঁজার করবার অবস্থা এসে পৌঁছল। যতই এটা এগিয়ে চলল ততই পৃথকীকরণের সঙ্গে আমার জীবনের একটা বিচ্ছিন্ন দৃশ্য দিতে লাগল। অনন্ত আকাশে বিশ্বপ্রকৃতির যে শান্তিময় মাদুর্য-আসনটা পাওয়া ছিল সেটাকে হঠাৎ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে বিরোধবিক্ষুব্ধ মানবলোকে রূপবেশে কে দেখা দিল! এমন থেকে স্বপ্নের দুঃখ, বিপ্লবের আলোড়ন। সেই নূতন বোধের অভ্যাস যে কি-

রকম ঝড়ের বেশে দেখা দিয়েছিল, এই সময়কার ‘বর্ষশেষ’ কবিতার মধ্যে সেই কথাটি আছে।

— আত্মপরিচয়

‘বর্ষশেষ’ কবিতা সম্বন্ধে কবি অন্তত বলিয়াছেন—

১৩০৫ সালে বর্ষশেষ ও দিনশেষের মুহূর্তে একটা প্রকাণ্ড ঝড় দেখেছি। এই ঝড়ে আমার কাছে রুদ্ধের আহ্বান এসেছিল। যা-কিছু পুরাতন ও জীর্ণ তার আসক্তি ত্যাগ করতে হবে— ঝড় এসে শুকনো পাতা উড়িয়ে দিয়ে সেই ডাক দিয়ে গেল। এমনভাবে চিরনবীন যিনি তিনি প্রলয়কে পাঠিয়েছিলেন মোহের আবরণ উড়িয়ে দেবার জন্যে। তিনি জীর্ণতার আড়াল সরিয়ে দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করলেন। ঝড় ধামল। বললুম— অভ্যস্ত কর্ম নিয়ে এই-যে এত দিন কাটালুম, এতে তো চিত্ত প্রশস্ত হল না। যে আশ্রয় জীর্ণ হয়ে যায় তাকেও নিজের হাতে ভাঙতে মমতায় বাধা দেয়। ঝড় এসে আমার মনের ভিতরে তার ভিতকে নাড়া দিয়ে গেল, আমি বুঝলুম বেরিয়ে আসতে হবে।

— শান্তিনিকেতন পত্র

‘বৈশাখ’ কবিতা সম্বন্ধে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্রের উত্তরে, ৪ কাতিক ১৩৩২ তারিখে, কবি তাঁহাকে লিখিয়াছেন—

এক জাতের কবিতা আছে যা লেখা হয় বাইরের দরজা বন্ধ ক’রে। সেগুলো হয়তো অতীতের স্মৃতি বা অনাগতের প্রত্যাশা, বাসনার অতৃপ্তি বা আকাজক্ষার আবেগ, কিন্না রূপরচনার আগ্রহের উপর প্রতিষ্ঠিত। আবার এক জাতের কবিতা আছে যা মুক্তদ্বার অন্তরের সামগ্রী, বাইরের সমস্ত-কিছুকে আপনার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে। তুমি আমার ‘বৈশাখ’ কবিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছ। বলা বাহুল্য, এটা শেষ-জাতীয় কবিতা। এর সঙ্গে জড়িত আছে রচনাকালের সমস্ত-কিছু...

‘বৈশাখ’ কবিতার মধ্যে মিশিয়ে আছে শাস্তিনিকেতনের রুদ্র মধ্যাহ্নের দীপ্তি। যেদিন লিখেছিলুম সেদিন চারি দিক থেকে বৈশাখের যে তপ্ত রূপ আমার মনকে আবিষ্ট করেছিল সেইটেই ওই কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। সেই দিনটিকে যদি ভূমিকারূপে ওই কবিতার সঙ্গে তোমাদের চোখের সামনে ধরতে পারতুম তা হলে কোনো প্রশ্ন তোমাদের মনে উঠত না।

তোমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে নীচের দুটি লাইন নিয়ে—

ছায়ামূর্তি যত অনূচর

দগ্ধতায় দিগন্তের কোন্ ছিদ্র হতে ছুটে আসে !

খোলা জানালায় বসে ওই ছায়ামূর্তি অনূচরদের স্বচক্ষে দেখেছি, শুষ্ক রিক্ত দিগন্তপ্রসারিত মাঠের উপর দিয়ে প্রেতের মতো হু হু করে ছুটে আসছে ঘূর্ণানৃত্যে, ধুলোবালি শুকনো পাতা উড়িয়ে দিয়ে। পরবর্তী শ্লোকেই ভৈরবের অনূচর এই প্রেতগুলোর বর্ণনা আরো স্পষ্ট করেছি, পড়ে দেখো।

তার পরে এক জায়গায় আছে—

সকরুণ তব মঙ্গ-সাথে

মর্মভেদী যত দুঃখ বিস্তারিয়া যাক বিশ্ব-’পরে।

এই দুটো লাইনেরও ব্যাখ্যা চেয়েছ।

সেদিনকার বৈশাখমধ্যাহ্নের সকরুণতা আমার মনে বেজেছিল ন’লেই ওটা লিখতে পেরেছি। ধু ধু করছে মাঠ, ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদহর, কাছে আমলকী গাছগুলোর পাতা ঝিল্মিল্ করছে, ঝাউ উঠছে নিঃশব্দ হয়ে, ঘুঘু ডাকছে স্নিগ্ধ স্বরে— গাছের মর্মর, পাখিদের কাকলি, দূর আকাশে চিলের ডাক, রাঙা মাটির ছায়াশূন্য রাস্তা দিয়ে নড়দগমন ক্রান্ত গোকর গাড়ির চাকার আর্ত স্বর, সমস্তটা জড়িয়ে মিলিয়ে দে-একটি বিশ্ব-

ব্যাপী করুণার স্বর উঠতে থাকে, নিঃসঙ্গ বাতায়নে বসে সেটি শুনেছি, অহুভব করেছি, আর তাই লিখেছি।

বৈশাখের অন্তরীর যে ছায়ানৃত্য দেখি সেটা অদৃশ্য নয় তো কী? নৃত্যের ভঙ্গি দেখি, ভাব দেখি, কিন্তু নটী কোথায়? কেবল একটা আভাস মাঠের উপর দিয়ে ঘুরে যায়। তুমি বলছ, তুমি তার ধ্বনি শুনেছ। কিন্তু যে দিগন্তে আমি তার ঘূর্ণিগতিটাকে দেখেছি সেখান থেকে কোনো শব্দই পাই নি। বৃহৎ ভূমিকার মধ্যে তরুরিক্ত বিশাল প্রান্তরে যে চঞ্চল আবির্ভাব ধূসর আবর্তনে দেখা যায়, তার রূপ নয়, তার গতিই অহুভব করি; তার শব্দ তো শুনিই নে। এ স্থলে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বাইরে যাবার জো নেই।

প্রথম ছত্রের সূচী

অমৃত বংসর আগে হে বসন্ত, প্রথম ফাল্গুনে	১১১
অগ্নি ভুবনমনোমোহিনী	৭৬
আজি উন্মাদ মধুনিশি, ওগো	২৮
আজি এই আকুল আশ্বিনে	১০৫
আজি কী তোমার মধুর মুরতি	৪৪
আজি মগ্ন হয়েছি শু ব্রজাঙ-মাঝারে	১২১
আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন	৬৯
আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মানা	৭৩
আমি তো চাহি নি কিছু	৩১
আবার আহ্বান	৯০
ঈশানের পুষ্পমেঘ অক্ষ বেগে দেয়ে চলে আসে	৯৮
একদা তুমি অঙ্গ ধরি ফিরিতে নব ভুবনে	২১
এ কি তবে সবই সত্য	৩৯
এ জীবনমূৰ্য্য যবে অন্তে গেল চলি	৪১
এবার চলিষ্ঠ তবে	৬৪
ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে	১২
ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ	৬০
ওগো পসারিনি, দেখি আয়	৩৪
ওগো পুরবাসী, আমি পরবাসী	৮১
ওগো প্রিয়তম, আমি তোমারে যে ভালোবেসেছি	২৬
ওগো সুন্দর চোর	১৫
কহিলা হবু, তনু গো গোবরায	৫৩
কিসের তরে অশ্রু ঝরে, কিসের তরে দীর্ঘশ্বাস	৫০
কে এসে যায় ফিরে ফিরে	৫৮
কেন বাজাও কঁকন কনকন, কত	৬৬
ক্ষমা করো, ধৈর্য ধরো	৯৫
জানি হে যবে প্রভাত হবে, তোমার রূপা-তরঙ্গী	১২৪

Barcode : 4990010202957
Title - Kalpana (1900)
Author - Tagore, Rabindranath
Language - bengali
Pages - 138
Publication Year - 1900
Barcode EAN.UCC-13

